চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 September, 2020 ■ আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## করোনা ঃ ভয়ানক পরিস্থিতি, স্বতপ্রণোদিত মামলা নিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ দিল হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে ইদানিং কালে বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও সামাজিক মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কিছু ঘাটতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে। আজ শুক্রবার এই মামলাটির শুনানি গ্রহণ হয়। এই শুনানিতে হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নোটিশ দিয়ে বলে রাজের কোভিড পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার যাবতীয় বিষয় কোর্টকে যাতে অতি দ্রুত অবহিত করে। এখন ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি বিষয়ে হতক্ষেপ করায় অতি দ্রুত পরিষেবা আরো উন্নত হবে বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত।

শুক্রবার উচ্চ আদালত স্বতপ্রণোদিত ভাবে একটি জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করে। এই জনস্বার্থ মামলার মূল বিষয় হল রাজ্যের করোনা চিকিৎসা জনিত চিকিৎসা ব্যবস্থা।করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের কাছে কিছু বিষয় জানতে চেয়েছে। সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত রোগীদের পরিবার পরিজনরা যে অভিযোগ তুলেছে এবং করোনা চিকিৎসার অব্যবস্থা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে যে সকল সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সেগুলি উচ্চ আদালতের নজরে এসেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে মামলাটি গ্রহণ করে বলে জানান আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। তিনি আরও জানান উচ্চ আদালতের এই হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যে করোনা চিকিৎসার অব্যবস্থার সমাধান হবে। শুক্রবার উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের নিকট কিছু বিষয়ের স্পষ্টীকরণ চেয়েছে।

যে বিষয় গুলি উচ্চ আদালত জানতে চেয়েছে তার মধ্যে হল করোনা আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে, রোগীর পরিবার পরিজনদের সাথে চিকিৎসকদের যোগাযোগের ঘাটতি দূরীকরণে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল নেওয়া হয়েছে। করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার সাথে যুক্তদের সুরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, জেলা হাঁসপাতাল গুলিতে করোনা চিকিৎসার কি পরিকাঠামো রয়েছে, করোনা চিকিৎসার জন্য কোন তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। কোন কোন খাতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই সকল বিষয় গুলি রাজ্য সরকারের নিকট জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত। ৭ দিনের মধ্যে হলপ নামার মাধ্যমে সরকারকে ১৫ টি বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।শুক্রবার উচ্চ আদালতে শুনানি হয় এই মামলার।

## রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি দেখতে এলেন কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ টিম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** তিন সদস্যক বিশেষজ্ঞের প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছেন বৃহস্পতিবার। এই বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলে রয়েছেন এন সি ডি সি-র কনসালটেন্ট এডিমোলজিস্ট ডাঃ দৈশী পান্না ও এল এম এইচ সি-র রেসপিরেটরি মেডিসিনের অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসার ডাঃ পি কে ভার্মা ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সিনিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা ডাঃ সত্যজিৎ সেন। ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। শুক্রবার যান এ জি এম সি হাসপাতালে। সেখানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য আধিকারিক ও চিকিৎসক, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক এবং এ জি এম সি- কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেন। তবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু জানাতে চাননি বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা। জানা গেছে কোভীড আক্রান্তদের ট্রিটমেন্টের বিষয়ে বিষদ খোঁজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## অ্যাম্বুলেন্স হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকারগুলিকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।।** করোনা পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অ্যাম্বুলেন্সের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। রোগীর পরিবারের অ্যাম্বুলেন্স হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকারগুলিকে কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সমস্ত রাজ্য সরকারকে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এমনই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি অশোক ভূষণের ডিভিশন বেঞ্চ।

্যকেরোনা আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা অনেক ভাড়া চান, এই অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের হয়েছিল। তারই শুনানি হয় বিচারপতি অশোক ভূষণের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে আদালত জানায়, করোনা অতিমারী মোকাবিলায় কেন্দ্র যে অ্যাডভাইজরি জারি করেছে তা মেনে চলতে বাধ্য রাজ্যগুলি। তাই অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া নির্দিষ্ট করতে হবে রাজ্যগুলিকে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে ভাড়ার জন্য কোথাও কোভিড রোগীদের যেন অবহেলা না করা হয়। তাছাড়া সবাই যাতে অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা পান, তার জন্য পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। এদিন শীর্ষ আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলে, বিভিন্ন রাজ্যগুলো যেভাবে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য টাকা নিচ্ছে, সেটা হওয়া উচিত নয়। তাই রাজ্য সরকারগুলিকে অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া বেধে দিতে হবে। পাশাপাশি সব জায়গায় পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স যাতে থাকে, তা নির্দিষ্ট করতে হবে। শীর্ষ আদালত আরও বলে, প্রতিটি জেলায় কোভিড রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুল্যান্স থাকে, তা রাজ্য সরকারগুলিকে নিশ্চিত করতে হবে।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট বেশ কড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হোম আইসোলেশনের বিধি লঙ্ঘন দুই করোনা রোগীর বিরুদ্ধে মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** মোহনপুরে ২ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি হোম আইসোলেশন এর নিয়ম কানুন না মানায় মোহনপুরের মহকুমা শাসক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে দুই ব্যক্তির করোনা পজিটিভ আসার পর প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে হোম আইসোলেশন এ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।কিন্তু করোনা আক্রান্ত কোন দুই ব্যক্তি হোম আইসোলেশন এর কোন ধরনের নিয়মকানুন না মেনে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। এলাকায় তারা তাদের করোনা আক্রান্ত সংক্রান্ত বিষয়টি গোপন করে চলছিল।

বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসতে ওই করণা আক্রান্ত দুই ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়।তাদেরকে হোম আইসোলেশন এর যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে বাড়ি ঘরে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। মহাকুমা প্রশাসনের নির্দেশ সত্ত্বেও তারা হোম আইসোলেশন এর কোন ধরনের নিয়মকানুন মান ছিল না। এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর মহকুমা শাসক প্রসঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে মহাকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য করোনা আক্রান্ত দুই ব্যক্তির এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করা আরও বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।যৌন স্বাস্থ্য বৃদ্ধি দমন করার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চুড়াইবাড়ি গেইটে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর।।** রাতের অন্ধকারে চুরাইবাড়ি গেইটে দালালচক্রের রমরমা অব্যাহত। এই নিয়ে বহুবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কারো কোন হেল দোল নেই। প্রায় রাতেই দালাল চক্রের হাত ধরে অবাধে বহিঃরাজ্য আগত পণ্যবাহী লড়ি রাজ্যে প্রবেশ করছে। পণ্যবাহির গাড়ির চালকদের কোন ধরনের করোনা পরীক্ষা ছারাই। পরিবহন দপ্তরের টিআরটিসি কর্মী ও তাদের সঙ্গে থাকা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠছে বিভিন্ন অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ প্রতিনিধিদের নজরে বিষয়টি আসলে তার চিত্র ক্যামেরা বন্দি করা হয়। এই ঘটনায় অন্যান্য ক্ষুব্ধ যান চালকরা, বিশেষ করে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাড়িয়ে করোনা পরীক্ষা করছে। ক্ষুব্ধ যান চালকরা জানান, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় দৌরাত্ম্য।

## গৃহবধূকে অমানসিক নির্যাতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতনের শিকার হয়ে আবারও এক গৃহবধূ পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার দ্বারস্থ হল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজধানীর আরালিয়া গুরুদাস পাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপন নমশূদ্র। এক বছর পূর্বে সে ভালবেসে বিয়ে করে। বর্তমানে তাদের একটি সন্তান রয়েছে। অভিযোগ স্বপন নমশূদ্র কাজে না গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়িতে বসে রয়েছে। এই ফলে সংসারে খাদ্যের সমস্যা দেখা দেয়। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হয়। এই ঝামেলার পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সালেমায় নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে গ্রেপ্তার নেই, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** সালেমা থানার ওসি''র গাফিলতির কারণে এখনো পর্যন্ত অধরা সালেমা থানার অধিন নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস। সালেমা থানাধীন পশ্চিম সিঙ্গিনালা এলাকায় তিনদিন আগে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এক নাবালিকা।

একই এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বাড়িতে একা পেয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সালেমা থানার পুলিশ আটক করতে পারেনি অভিযুক্তকে। বৃহস্পতিবার এই ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সালেমা থানার ওসির সাথে মিলিত হয় এবিভিপি কার্যকর্তারা। তারপর বৃহস্পতিবার রাতে এবিভিপি এক কার্যকর্তার বাড়িতে হামলা চালায় একই এলাকার বেশ কিছু দুষ্কৃতী।

দুষ্কৃতীরা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তর সাথে মিলে হামলা চালায় এবিভিপির কার্যকর্তার বাড়িতে। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন সুরমার বিধায়ক আশিস দাস, সুরমার মন্ডল সভাপতি সন্তোষ কুমার দাস সহ বিজেপির অন্যান্য কর্মকর্তারা। বিধায়ক আশিস দাস ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর এই ঘটনার নিন্দা জানান। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

## টাকা না দিলে পরীক্ষায় বসতে দেয়া হবে না, দপ্তরের দ্বারস্থ বিএড পড়ুয়ারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** ২০১৮ থেকে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে বিএড পড়ার জন্য স্পন্সর করে। সেই অনুযায়ী তাদের পড়তে পাঠানো হয়। এটা তাদের জন্য ছিল সুখবর। কিন্তু এর পরেই বাঁধে বিপত্তি। অভিযোগ প্রথম বছর তাদের ফিস উপজাতি কল্যাণ দপ্তর বহন করে। শেষ বছরের বকেয়া টাকা এখনো প্রদান করেনি দপ্তর।

সেই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বার বার ছাত্র ছাত্রীদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বকেয়া টাকা প্রদানের জন্য। টাকা না দিলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তারা। অক্টোবর মাসে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে। তাঁর রুটিন দেওয়া হয়েছে। কি করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছাত্র ছাত্রীরা। ৫ দফায় দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। ১০ দিনের সময় তাদের কথা মত দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এখন দপ্তর থেকে কোন ধরনের সদুত্তর মিলছে না বলে অভিযোগ করেন বিএড স্পন্সর এর পড়ুয়ারা। দাবি জানান চূড়ান্ত বর্ষের বকেয়া টাকা প্রদান করুক গরীব উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য। কল্যাণ দপ্তর যেন অকল্যান না করেন। প্রায় ২০০ জন বিএইড স্পন্সর ছাত্র ছাত্রী এই সমস্যায় গভীর ভাবে চিন্তিত বলে জানান। শুক্রবার গুর্খা বস্তীস্থিত উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে ফের একবার গিয়ে এই কথা জানান তারা। শুক্রবার দপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলে প্রয়োজনে হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসবেন বলে হুশিয়ারী দেন।

## কুমারঘাটে সমবায় ব্যাঙ্কে করোনার থাবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** কুমারঘাট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখায় এক কর্মী করোন আক্রান্ত হয়েছেন।কুমারঘাট কো অপারেটিভ ব্যাংকের এক কর্মী করোনা আক্রান্ত হয় ব্যাংকের শাখা টি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে রাখা হয়েছে।কুমারঘাট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার ফলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সাব্রুম হবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বাণিজ্যিক রাজধানী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** অদূর ভবিষ্যতে সাব্রুম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বাণিজ্যিক রাজধানী হয়ে উঠবে। সেই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবম মহকুমার পশ্চিম জলেফায় 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় এই আশা ব্যক্ত করেন। এখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠলে আগামীদিনে সাবমবাসী শুধু ত্রিপুরা নয় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্নদা। হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠলে ত্রিপুরা আত্মনির্ভরতার পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ১৬.৩৫ হেক্টর জায়গা জড়ে সাবমের পশ্চিম জলেফায় তৈরি হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এতে ব্যয় হবে ৬৩৫ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এই শব্দের সঙ্গে ত্রিপুরা যুক্ত হবে এ রাজ্যের কোনও নওজোয়ান স্বপেও কল্পনা করতে পারেনি। ত্রিপুরার আর্থিক উন্নয়ন হোক, ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হোক, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠুক এমন কোনও ব্যবস্থাই ছিলো না। কর্মসংস্থানের জন্য নওজোয়ানদের সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। কোনওদিন কোনও যুবক-যুবতীদের বলা হয়নি স্বনির্ভর হতে। তাকে সেই দিশা দেখানো হয়নি। কৃষককে বলা হয়নি আপনি নতুন কিছু করে দেখান। কৃষকদের জৈব পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহিত করা হয়নি। বেকার যুবককে কোনও স্বনির্ভরতার উৎসাহ দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের স্বনির্ভরতার দিশা ধরিয়ে দেওয়ার মানসিকতাই তৈরি করা হয়নি। এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে কম করে হলেও ৬৩৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। এতে প্রায় ৫ হাজার লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। মানুষ রোজগার পাবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত আড়াই বছরে ত্রিপুরার নওজোয়ানদের মধ্যে একটা প্রত্যয় তৈরি হয়েছে। মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ অর্থনৈতিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কুর্সির লালসায় পঞ্চায়েত ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র শাসক দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর।।** প্রধান ও উপ-প্রধানের চেয়ারে লালসায় কংগ্রেস দলের সাথে আঁতাত করে পঞ্চায়েত ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখছে শাসক দলের পঞ্চায়েত উপপ্রধান ও মেম্বার।তাদের মদত করছে পঞ্চায়েত সচিবও, অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েতের শাসক দলের প্রধান মেম্বার সহ এলাকার শাসক দলের নেতৃত্বদের।। ঘটনা উত্তরের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ফুলবাড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতটি ইতিমধ্যে খবরের শিরোনাম দখল করে নিয়েছে। বিগত ত্রিস্তরীয় নির্বাচনের পর সিপিআইএম দলের কাছ থেকে ছিনিয়ে শাসক দল বিজেপির ৪ জন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও নির্দলীয় দুইজন পঞ্চায়েত প্রতিদিন নিয়ে যৌথভাবে পঞ্চায়েত গঠন করে শাসক দল বিজেপি। যদিও পরবর্তী সময়ে দুইজন নির্দলীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বিজেপিতে যোগদান করেন।বর্তমানে বিজেপি দলের ছয় জন ও কংগ্রেস দলের ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য নিয়ে মোট ১১ জনে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতটি পরিচালিত। সেখানে নির্দল থেকে বিজেপি দলে আসা হাজিরা বেগমকে প্রধানের দ্বায়িত্বে বসানো হয়।

কিন্তু পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই বিজেপি দলের দুই জন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি অর্থাৎ উপপ্রধান মিন্টু নাথ ও মেম্বার আস্কর আলী কংগ্রেস দলের পাঁচ জন পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে গোপন আঁতাত করে পঞ্চায়েত ভাঙতে শুরু করেছেন বলে বিজেপি দলের প্রধান মেম্বার সহ এলাকার শাসক দলীয় নেতাদের অভিযোগ। উনাদের অভিযোগ, প্রধান ও উপ প্রধানের চেয়ারের লোভে মিন্টু নাথ ও মেম্বার আস্কর আলী কংগ্রেসের সাথে গোপন আঁতাত করে বর্তমান শাসকদলীয় পরিচালিত পঞ্চায়েতের উপর অনাস্থা এনে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিতে চাইছে। আর তাদের সঙ্গ দিচ্ছেন খোদ পঞ্চায়েত সচিব পল্লবী চক্রবর্তী বলেও উনাদের অভিযোগ।উনারা আরো অভিযোগ করে বলেন, ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২ নং ওয়ার্ডের আই এ ওয়াই ঘর প্রাপক বেনিফিসারী সালমা বেগমকে ২০ হাজার টাকা এবং আনজির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## করোনায় রাজ্যে আরও দশজনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ১৮২

## সুস্থ করে তুলতে ও মৃত্যুর হার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, জানালেন সাংসদ প্রতীমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় সংক্রমিতদের যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে ও মৃত্যহার ঠেকাতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি আগরতলার জিবি হাসপাতালে খুব দ্রততার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আজ রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এজিএমসির কাউন্সিল হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। যদিও শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দশ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক জানান, বিগত কিছুদিন ধরে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন হিসেবে

তিনি নিজেই জিবিতে উপস্থিত থেকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সার্বিক ব্যবস্থাপনার তদারকি করেছেন। জিবি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের ভর্তি করানোর পর তাদের পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগ করানো হচ্ছে। রোগীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাদের পরিবার-পরিজনদের জানানো হচ্ছে। ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এনটিএস ওয়ান এবং এনটিএস টু দুটি বিল্ডিংএ জলের পাইপলাইন সারাই করা হয়েছে। রোগীদের জল পেতে এখন আর কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ডাক্তারের সাথে রোগীদের যোগাযোগ রাখার জন্য এনটিএস ওয়ান বিল্ডিংএ পি এ সিস্টেম লাগানো হয়েছে। এনটিএস টুতেও শীঘ্রই লাগানো হবে।

সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক জানান, রোগীদের শয্যার কাছেই খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ আজ থেকে শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া রোগীদের জন্য গরম জল বা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস চাইলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, রোগীদের জন্য ব্যবহৃত অক্সিজেন পাইপলাইনে পিএসআই মাত্রা আজকের দিনে ৫৪ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩২৮ ▫ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৬ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

## সীমান্ত সংঘাত

চল্লিশ বৎসর পূর্বে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘাত বিষয়ক সংবাদপত্র প্রতিবেদনে চোখ রাখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আজিকার দ্বন্দ্বের সহিত তাহার অদ্ভুত মিল। চার দশক অতিক্রান্ত হইলেও সংঘাতের রূপটি তেমন পাল্টায় নাই। প্রতিবেদক জানাইতেছেন, পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমাহন রেখাকে বৈধ সীমান্তরূপে মর্যাদা দিতে ১৯১৪ সালের যে শিমলা চুক্তির উল্লেখ করিয়া থাকে ভারত, চিন নাকি তাহাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিবার মতো এক 'ঐতিহাসিক দলিল'-এর সন্ধান পাইয়াছে।তাহাদের দাবি, উক্ত সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হেনরি ম্যাকমাহন এক সামান্য সীমানার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে 'নকল নথি' বানাইয়া তাহাকেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। বিদেশমন্ত্রী নরসিংহ রাও নাকি 'ঐতিহাসিক নথি মিলাইয়া দেখিতে রাজি' হইয়াছেন। এই সকলই অবশ্য চিনের বর্ণনা, সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু, এখানে সত্য অপেক্ষাও অধিক জরুরি কিছু বলিবার আছে। এক্ষণে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষবিরতির পরে দুই দেশের যে রূপ বিবাদ জারি আছে, প্রতিবেদনটি সর্বাগ্রে সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করাইয়া দেয়। তৎকালের ন্যায় এই বারেও দুই প্রতিবেশীর ভিতর বিশ্বাসযোগ্যতার কোনও স্থান নাই। সীমান্ত হইতে ক্রমশ পিছু হটিবার দাবি করিয়াছে চিন, বারংবারই উহা 'যথেষ্ট নহে' বলিয়া জানাইয়াছে ভারত। একের পর এক বৈঠক হইতেছে, কিন্তু সীমান্ত লইয়া মতবিরোধ মিটিবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। চলিতেছে পরস্পর দোষারোপ, বাড়িতেছে অবিশ্বাসের মাত্রা। আপনাপন ফৌজ বসাইয়া সীমান্তে তৎপরতার ঘাটতি নাই কোনও পক্ষেই।

এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটির দীর্ঘ ইতিহাস বাদানুবাদেরই। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া লাদাখ ও তিব্বত দখল করিয়াছিল শিখ সাম্রাজ্য। পাল্টা লেহ দখল করিয়াছিল চিনা বাহিনী। ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শান্তি স্থাপনে দুই পক্ষের ভিতর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই শতকেই আরও দুই বার সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তিতে চিহ্নিত হয় জনসন রেখা ও ম্যাকার্টনি-ম্যাকডোনাল্ড রেখা। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভাবে এই রেখার হিসাবেই চলিত ব্রিটিশ ভারত। স্বাধীনতার পর যখন সকল সীমান্ত যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করিতে বলিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, তখন আকসাই চিন 'অনির্দিষ্ট' বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহার পর হইতে কেবল এই অঞ্চল নহে, অসম (বর্তমানে অরুণাচলপ্রদেশ) সীমান্তে ম্যাকমাহন রেখায় এবং সিকিম সীমান্তে দ্বন্দ্ব চলমান। উত্তাপ বাড়িলে নানা সময়ে সেই দ্বন্দ্ব সংঘাতের আকার ধারণ করিয়াছে; ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী একাধিক সংঘর্ষ তাহার ফলাফল, সাম্প্রতিকতম নাট্যটি গালওয়ান-মঞ্চে অভিনীত হইতেছে।চিনা সেনা বহু বার ভারতীয় ক্ষেত্রের ভিতর অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে দখলের উদ্দেশ্যে। ভারতের তরফেও এমন উদ্যোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলিলে ভ্রম হইবে। দুই তরফে প্রণোদনেরও অভাব নাই। সুতরাং, সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা পুনঃপুন মঞ্চস্থ হইলেও শেষাবধি বিরোধে বিরাম দেখা যায় নাই। সংঘাতের মূল কারণটি ভারত ও চিন দুই রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারে নিহিত। উভয়ই রাজনৈতিক ঐতিহ্যে সম্প্রসারণবাদ বহন করিতেছে। দুই পূর্বসূরি, ব্রিটিশ ও ছিং সাম্রাজ্য কোনও দিনই ভূমি দাবি করিবার বিষয়ে আপস করিতে রাজি ছিল না। পরবর্তী কালে দুই চিনা প্রজাতন্ত্রও সীমান্ত সংলগ্ন ক্ষুদ্র এলাকাগুলি আত্তীকরণ করিবার পক্ষেই ছিল। অপর পক্ষে, স্বাধীন ভারতও জন্মলগ্নেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে অঙ্গীভূত করিবার ব্যবস্থা করে। সমস্যা হইল, দুই রাষ্ট্রের কোনওটিরই পরিধি নির্দিষ্ট ছিল না, কালে কালে তাহা পাল্টাইয়াও যাইত। রাজনৈতিক শক্তির জোরে তাহারা যে ভাবে আপনাপন ক্ষেত্র সামলাইতে সক্ষম হইত, সেই ভাবেই নির্ধারিত হইত দুই প্রতিবেশীর সীমান্ত। পরিস্থিতি পাল্টাইল আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের যুগে। ভারত ও চিন উভয়ই আইনগত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইল, ভুলিয়া গেল যে, সীমান্তবর্তী এলাকার উপর সার্বভৌম অধিকার দাবি করিবার এক্তিয়ার তাহারা এত কাল মানিয়া আসে নাই। অর্থাৎ চলমান এই সীমান্ত-বিবাদ আসলে দূর অতীতের বিষয় নহে, নিকট অতীত হইতে বিচ্যুত না হইতে পারিবার ত্রুটি। ঔপনিবেশিক যুগের ঐতিহ্য হিসাবেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছায়া বহন করিতেছে ভারত ও চিনের 'পরিবর্তনশীল' সীমান্ত।

## তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত মেজিয়ার জামুয়া গ্রাম, এলাকায় পুলিশ পিকেট

বাঁকুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ( হি. স.) : তৃণমূলের নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পরেই ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মেজিয়ার জামুয়া গ্রাম।শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে, চলছে পুলিশের টহলদারি।

বৃহস্পতিবারই বাঁকুড়া জেলা কমিটি ও ব্লক সভাপতি পদে ব্যপক রদ বদল করে নতুন জেলা কমিটি ঘোষিত হয়।তারপর ওইদিনই গভীর রাতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মেজিয়ার জেমুয়া গ্রাম। জেলা স্তর থেকে প্রত্যেকটি ব্লকে তৃণমূলের দুটি সমান্তরাল গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। কোথাও কোথাও একাধিক গোষ্ঠীও আছে। মেজিয়া ব্লক ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ব্লকের দলীয় সভাপতি ছিলেন মলয় মুখোপাধ্যায়। তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত বিধায়ক স্বপন বাউরির অনুগামীরা চাইছিলেন মলয়কে সরিয়ে বিধায়ক অনুগামী কোনো নেতাকে ব্লক সভাপতি করা হোক। কিন্তু মলয়কে জেলা সাধারণ সম্পাদক করেছেন জেলা সভাপতি শ্যামল সাঁতরা, সেইসঙ্গে মেজিয়া ব্লক সভাপতি করা হয়েছে মলয় ঘনিষ্ঠ জন্মেজয় বাউরিকে।এই খবর চাউর হতেই উত্তেজনা ছড়ায় জেমুয়ায়।এই গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি স্পঞ্জ, ফেরো অ্যালয়, ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানা। এই কারখানা গুলির দখলদারী নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দলে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে জেমুয়া। কখনও বোমাবাজি তো কখনও ইট বৃষ্টিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতেও দুপক্ষের ব্যপক ইট বৃষ্টি হয়। এতে দুপক্ষেরই বেশ কয়েক জন জখম হয়। পুলিশ খবর পেয়ে গ্রামে যায়। জখম ব্যক্তিদের মেজিয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পরিবেশ থমথমে রয়েছে। বিধায়ক স্বপন বাউরি বলেন একটা গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেছে শুনেছি। তবে কি কারণে কি হয়েছে তা খোঁজ নিয়ে জানাব।

## গোসবায় তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিজেপির বুথ সভাপতি

গোসাবা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হলেন বিজেপির এক স্থানীয় নেতা। দক্ষিন ২৪ পরগনার গোসাবা থানার অন্তর্গত বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাখণ্ডের বাসিন্দা বিজেপি নেতা ভক্তরাম মন্ডলকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দিন তিনেক আগে এলাকায় ত্রাণ বিলি নিয়ে ভক্তরামের সাথে বচসা বাধে এলাকার তৃণমূল নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী জগন্নাথ মন্ডলের। সেই সময় জগন্নাথ ভক্তরামকে শাসিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরলেই তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের হুমকি দিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পর দুদিন কাটতে না কাটতেই এদিন সকালে ভক্তরাম বাড়ি থেকে বের হলেই অভিযুক্তরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। সাথে সাথেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই বিষয়ে পুলিশকে জানালে গোসাবা থানার পুলিশ ওই বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে।

# ভিন্ন মেরুতে থেকেও নির্যাতনের শিকার দুই নারী

**শুভঙ্কর দাস**

করোনা এবং আর্থিক সঙ্কটের কারণে বিধ্বস্ত গোটা দেশ। জিডিপির ঐতিহাসিক পতনের পাশাপাশি বেকারত্ব, অনাহারে জর্জরিত সমাজ। এমন পরিস্থিতিতে দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বাইতে দুই নারীকে কেন্দ্র করে যে খবরের অগ্ন্যুৎপাত তৈরি হয়েছে, তাতে আচ্ছন্ন দেশবাসী। এই দুই নারীই বলিউড অভিনেত্রী। কিন্তু পরিস্থিতি এবং পরিসর এদের

দু''জনকেই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করতে বাধ্য করেছে। বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর বিভিন্ন দিক থেকে হতাশাগ্রস্ত হুজুগে জনগণ খলনায়িকাকে খুঁজতে খবরের চ্যানেল এবং সংবাদপত্রের প্রতিটা পাতায় নজর রেখে চলেছে। টিভি এবং সংবাদপত্রকে সুযোগ্য সঙ্গ দিয়ে চলেছে সামাজিক মাধ্যম। ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত খবরের মধ্যে কোথায় যেন জনতা নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে তুচ্ছ করে প্রয়াত অভিনেতার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে আরো সুগম করে তুলতে সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের সঞ্চালক, সঞ্চালিকারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নীতি, নৈতিকতা এবং যুক্তিকে ভুলে কার্যত কাল্পনিক গল্প প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় প্রাইম টাইমে প্রদর্শিত করা হয়েছে। মানুষের মনের মধ্যে এক নারীর বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে যাওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে এখনও সিবিআই অভিনেতার মৃত্যুর রহস্য ভেদ করার তদন্ত সমাপ্ত করেনি। আদালতেও কোন প্রকারের চার্জশিট দাখিল হয়নি। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে আদালত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করেনি। কিন্তু হুজুকে জনগণ প্রমাণের তোয়াক্কা না করে এবং আইনানুগ পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রিয়া চক্রবর্তীকে সবদিক থেকে অপদস্ত করতে নেমে পড়েছে। এমনকি সুশান্ত সিং-এর তৈরি করা কোম্পানির টাকা কোথায় গেল তা তদন্ত করতে নেমে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। মাদক কাণ্ডে রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হলেও আদালত কোনও নির্ণায়ক রায় প্রদান করেনি। কিন্তু বুমধারী পাপারাৎজিদের কাছে রিয়া চক্রবর্তী হচ্ছেন টিআরপি। আর মেরুদণ্ডহীন বঞ্চিত জনগণের কাছে রিয়া চক্রবর্তী হচ্ছেন মনের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে রাখার আশ্রয় স্থল।

করোনা সংকটকালেও বেসরকারী হাসপাতালগুলি দেশজুড়ে লুটতরাজ চালাচ্ছে কিন্তু মেরুদণ্ডহীন জনগণ এবং পাপারাৎজিরা সেখানে নীরব। বহু মানুষের আয় কমে যাওয়ার ফলে সংসারে ভাটার টান পড়েছে। বেকারত্ব ও অনাহার হাতে হাত ধরে চলছে। এন ৯৫ মাস্ক, স্যানিটাইজারের দাম কমেনি। কিন্তু এগুলো নিয়ে কোনো প্রতিবাদ বা বিরোধিতা নেই। গোটা সেপ্টেম্বর জুড়ে কেন্দ্র পুষ্টি মাস চালাচ্ছে। বাজার থেকে পুষ্টি কিনতে গেলেও যে পরিমাণ টাকার দরকার তা মানুষের কাছে নেই। জীবনধারণের এই গুরুত্বপূর্ণ সংকটকে উপেক্ষা করে এবং প্রতিবাদে সরব না হয় পাঞ্চিং ব্যাগের মতো রিয়া চক্রবর্তীর ওপর আঘাত হানা হচ্ছে।

চলতি বছরের শেষের দিকেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। সুশান্ত সিং রাজপুত যেহেতু বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। তাই সেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন দল। সিবিআই তদন্তের আগে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন নিয়ে বিহারের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছিল। সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে চাপানউতর বেড়ে গিয়েছিল। তাই এখন একটি মৃত্যুরহস্য রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতার এই অপবিত্র খেলায় ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে রিয়া চক্রবর্তীকে। গোটা কাণ্ডে মানুষের আদিমতম কুরিপু প্রস্ফুটিত হয়ে বিকশিত হয়েছে। কোন নারীকে গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগে

যখন এক ঘরে করে রাখার সময় যে দৃশ্য দেখা যেত। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি।

অপর মেরুতে থাকা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত যেভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তার জন্য সাহস থাকা প্রয়োজন। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও মুম্বাইতে দাঁড়িয়ে সেই রাজ্যের শাসক দলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার স্পর্ধা তার মতো আর কোন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব দেখাতে পারেনি। বলিউডের যে পরিবারতন্ত্র এবং স্বজনপোষণ রয়েছে সে বিষয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে সরব হয়ে এসেছেন কঙ্গনা। চেনা জানার বৃত্তের বাইরে বলিউড যেন বের হতেই চায় না। একশ্রেণীর পরিচালক-প্রযোজক গোটা বলিউডকে চালাচ্ছে। এই শ্রেণীটিকে কঙ্গনা ফিল্ম মাফিয়া বলে চিহ্নিত করেছিলেন। হিমাচল প্রদেশের বেড়ে ওঠা কঙ্গনা রানাওয়াত এই অভিযোগের সত্যতাও ছিল যথেষ্ট। বহু প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী দক্ষতা এবং শৈল্পিক নৈপুণ্যতা থাকা সত্বেও চলচ্চিত্র জগতে সুযোগের অভাবে হারিয়ে গিয়েছে। গত দশকে বলিউডের নতুন প্রজন্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সিংহ ভাগই ছিলেন পরিবারতন্ত্রের ফসল।

মহারাষ্ট্রের শাসক দলের সঙ্গে বিবাদের পর যেভাবে কঙ্গনার কার্যালয় এবং বাংলোর একাংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রতিহিংসার চাপ স্পষ্ট। বোম্বে হাইকোর্ট এই কারণে পৌরসভাকে জবাবদিহি করতে বলেছে। মহারাষ্ট্রের শাসক দল যে তৎপরতার সঙ্গে কঙ্গনার বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই পদক্ষেপ তারা করোনা দমনের ক্ষেত্রে নিলে বহু মানুষের মৃত্যু রোধ করা যেত। গোটা বিষয় বলিউডের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আমির খান, শাহরুখ খান, সলমন খান, অজয় দেবগণ, রণবীর সিংদের নীরবতা একেবারেই কাম্য ছিল না।

ফলে ক্ষমতা এবং টিআরপির খেলায় ভিন্ন মেরুতে থাকা দুই নারীর জীবন প্রবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মজা দেখে চলেছে মেরুদণ্ডহীন জনগণ।

# চন্দা কোচারের উত্থান-পতন

**আর কে সিনহা**

সত্যিই সমাজ ও দেশের কোনও সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব যখন ভুল কাজের জন্য ফেঁসে যান, তখন তাঁদের ভক্ত ও অনুরাগীরা হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁদের অগণিত ভক্তরা নিজেদের প্রতারিত মনে করতে থাকেন। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চন্দা কোচারের স্বামী দীপক কোচার গ্রেফতার হওয়ার পর ঠিক এমনই মনে হয়েছিল। চন্দা কোচারের স্বামী নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে বড় বড় শিল্পপতিদের মোটা অঙ্কের ঋণ পাইয়ে দিতেন। পরিবর্তে বিশাল অঙ্কের কমিশন হজম করবেন তিনি। এখন চন্দা কোচার ও তাঁর স্বামীর কুকীর্তি সকলের সামনে চলে এসেছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের থেকে ভিডিওকন গ্রুপকে বেআইনি লেনদেন মামলায় দীপক কোচারকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এই ধরনের মামলায় এটাই প্রথম গ্রেফতারি। এবার চন্দা-সহ আরও কয়েকজন জেলে যেতে পারেন। এর আগে চন্দা কোচারের মুম্বইয়ে অবস্থিত ফ্লাট এবং তাঁর স্বামী দীপকের কোম্পানির কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৭৮ কোটি টাকা। যে চন্দাকে দেশের সফলতম মহিলাদের মধ্যে একজন বিবেচনা করা হয়, তাঁর এই কুকীর্তিতে প্রায় সকলেই লজ্জিত।

ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির কারণে ইতিমধ্যেই চাকরি হারিয়েছেন তিনি। ছোট থেকেই ভারতীয় মহিলাদের শালীনতা, সৌম্য ও সৌন্দর্যের প্রতি যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, চন্দার কুকীর্তি সেই ধারণায় রীতিমতো কুঠারাঘাত করল। এর থেকে দুর্ভাগ্যপূর্ণ আর কী হতে পারে? চন্দার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে, তার ফলে হাজার হাজার মানুষকে তিনি বিচলিত করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্যাঙ্কিং সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের রোল মডেল মনে করা হতো তাঁকে। দিল্লিতে একবার শিল্প ও বাণিজ্য কনফেডারেশন আয়োজিত সম্মলেনে তিনি বলেছিলেন, ''আমরা (মহিলারা) বিশেষাধিকারের দাবি করি না, পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে যেন চাকরি মেলে।'' এই কথা শুনে যে কেউ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেই। কিন্তু, তাঁর দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের ফলে কোটি কোটি মহিলারা হতাশ হয়েছেন। চন্দা কোচার, অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, শিখা শর্মা, নৈনালাল কিদওয়াই, বিজয়লক্ষ্মী আইয়ার প্রমুখ সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের শীর্ষে পৌঁছনোয় গোটা দেশের সম্মান পেয়েছেন। আসলে একজন সচেতন নাগরিকের অভিযোগের পরই চন্দা কোচারের ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল। তখন কারও মাথাতেই আসেনি চন্দা কোচারও এত বড় দুর্নীতি করতে পারেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যে।

কয়েকমাস আগে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা রাণা কাপুরকে ভালোভাবেই ফেঁসে গিয়েছিলেন। তিনিও বিভিন্ন উদ্যোগপতিকে মোটা অঙ্কের ঋণ দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন। এখন তিনিও জেলে রয়েছেন। মুম্বই ও দিল্লি সংলগ্ন এলাকায় ব্যয়বহুল সম্পত্তি কেনা রাণা কাপুরও ব্যাঙ্কিং সেক্টরের একজন নাম। সর্বদা সংবাদের শিরোনামে রাখতেন রাণা কাপুর। ইয়েস ব্যাঙ্কে সঙ্কট দেখা দেওয়া মাত্রই রাণা কাপুরের মুম্বইয়ের বাসভবনে অভিযান চালায় তদন্তকারী দল। দিল্লিতে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন রাণা কাপুর।

তাঁর বড় মেয়ে রাখির বিয়ে হয়েছে দিল্লির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আলোকেশ ট্যান্ডনের সঙ্গে। স্টিল কিং লক্ষ্মী মিত্তলের জামাই অমন ভাটিয়ার চাচাতো ভাই হলেন আলোকেশ। রাণার দ্বিতীয় মেয়ে রাধার বিয়ে হয়েছে আদিত্য খান্নার সঙ্গে। আদিত্য একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ।

ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা রাণা কাপুরের সমস্ত কুকীর্তি এখন প্রকাশ্যে আসছে। সপরিবারে এখন সম্পত্তি মামলায় জড়িয়ে পড়ছেন তিনি। সিবিআই এবং অন্যান্য এজেন্সি তাঁর বাড়ি এবং অন্যান্য দফতরে তল্লাশি চালাচ্ছে। আসলে ব্যাঙ্কে উল্টোপাল্টা ঋণ দেওয়ার কালো-ব্যাবসা আগে থেকেই চলছে। ঋণ দেওয়ার নামে ব্যাঙ্কের বড় বড় অফিসাররা মোটা অঙ্কের কমিশন নেন।

আগে যেহেতু এখনকার মতো জবাবদিহি হতো না, এজন্য ভালোই চলত। সুনিয়োজিত এই লুট বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর মোদী সরকার।

তবে, মোটা চামড়ার কিছু দুষ্টরা এখনও কালো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বহু দিনের পুরানো রোগ, তাই দূর করতে কিছুটা সময় লাগবে। ব্যাঙ্কগুলিতে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত মোদী সরকার।

ব্যাঙ্কিং সেক্টরের বড় বড় মাছ ইতিমধ্যেই সিবিআই-এর জালে ধরা পড়েছে। তারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের কালো ধান্দা করত। দেশকে প্রকাশ্যেই প্রতারণা করত তারা। মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কিং সেক্টর এখন ধীরে ধীরে সঠিক লাইনে আসছে। ব্যাঙ্কে সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী আগেও ছিলেন এবং এখনও আছেন।

ধরা যাক ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে চন্দা কোচার অথবা রাণা কাপুরের মতো কেউ তৈরি হতে না পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে মোদী সরকার।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

# অথঃ ভ্যাকসিন কথা

**অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**

*"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।"*

*-জীবনানন্দ দাশ*

কাব্যকল্পিত মৃত্যুর সঙ্গে প্রাকৃতজনের জীবনের সমাপতিন কতটুকু, সে খোঁজ কে রেখেছে আর? কতকগুলি কাকের বিক্ষিপ্ত উড়ে যাওয়া, সৎকার এবং কয়েকটা হাহাকারের মধ্যেই সবকিছুর সমাপ্তিকাল যেন স্মৃতিআখর হয়ে থেকে যায়। ক'দিন আগেই ভাস্কর চক্রবর্তীর আরেকটা মৃত্যুদিন পেরিয়ে এলাম আমরা, তাঁর 'এপিটাফ'-এ লেখা আছে অত্যন্ত সাদামাটা দু'টি বিস্ময় , ''দুই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যিখানে মৃত্যু, আমি তোমাকে জন্মাতে দেখিছে।'' সালে ১৪ লক্ষ আক্রান্ত, ৩৩ হাজার মৃত্যু---আপাতত। অপ্রত্যাশিত মানসম্পর্শ নিয়ে সারা ভারবর্ষ আজ থরহরি কম্পমান। যতই শেক্সপিয়ার আওড়ান না কেন তবুও অনস্বীকার্য যে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার বাতিগ্রস্থতার সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক সুস্থতাও আজ সংকটের মুখে। মৃত্যু মানুষকে যতটা সীমাবদ্ধ করেছে, ততটা আর কেউ পারেনি। অবশ্যম্ভাবী এবং অবিবার্য এই পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'টি চেষ্টা মানুষ আজ অবধি করেছে। যার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার আবহে পরজন্ম কিংবা আত্মার অবিনশ্বরতায় মানুষকে খানিক প্রত্যয় দিয়েছে। আরেকটা, বিজ্ঞানসাধনার অনির্বচনীয় ফলাফলের মধ্যে দীর্ঘায়িত করেছে দু'টি দীর্ঘস্বাস-মধ্যবর্তী সময়পথ। করোনাকালে কতক্ষণ আমরা এঁটে উঠতে পারব আর সেই নির্ভরতার একনিষ্ঠ সেনাবাহিনী হল আমাদের বিজ্ঞানীরা—তাঁদের ওপরেই সমস্ত অস্তিত্ব আজ ভরসাস্থাপন করেছে। ১৭৯৬ সালে এডওয়ার্ড জেনার আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভ্যাকসিন—গুটিবসন্তের টিকা। ১৯৮০ সালে 'হু' রোগের সম্পূর্ণ বিলোপের ঘোষণা করা হয়। মধ্যিখানে কেটে গেছে প্রায় ১৮৪ টি বছর। অথচ, করোনা ভাইরাসের প্রথম আক্রান্তের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সবেমাত্র ৮ মাস পার হয়েছি আমরা। এর মধ্যেই সকলে প্রত্যাশি অক্সফোর্ডের গবেষণায় অর্থাৎ চ্যাডক্স-১ এনকভ -১৯-এর। অনদিকে ক্যানসিনো বায়োলজিকস ও মডার্নার গবেষণাও তুঙ্গে। ফলে, আমরা যেন আস্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হওয়ার খবর বোধহয় ডিসেম্বরেই পেয়ে যাবে।

এমনটাই প্রচারিত। সবকিছুর মধ্যে একপ্রকারের তাড়াহুড়ো যে আছে, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। তা ছাড়া অতিমারীর সময়ে এটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের একটি ঘটনার কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। ঘটনাটি 'কাটার ইন্সিডেন্ট' নাম পরিচিত। ১৯০৮ সালে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার পোলিও ভাইরাস শনাক্ত করেছিলেন। সে সময়ে এটি ছিল ভয়াবহ ব্যাধি। পারমাণবিক বোমার পরে 'আমেরিকানদের দ্বিতীয় সর্বপেক্ষা বীতির কারণ বলা হত একে । সেই ভয় নিয়ে কেটেছিল প্রায় ৪৭ বছর। তারপরে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রায় দু'লক্ষ শিশুকে দেওয়া হয় বিজ্ঞানী জোনাস সাঙ্কের আবিষ্কৃত পোলিও ভাইরাসের প্রথম ভ্যাকসিনটি। কিন্তু স্বপ্নসত্যির এই ভ্যাকসিনে রয়ে গেছিল একটি ছোট ভুল। খবর পাওয়া গেল যে, এই ভ্যাকসিন প্রয়োগের পরে প্রায় ৪০ হাজার শিশু পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছে ২০০ জনের ভয়াবহ পঙ্গুত্ব দেখা গেছে এবং ১০ জন ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। সৃষ্টিপকাশের উল্লাস হোক কিংবা 'কাটার' কোম্পানির বাজার দখল কিংবা সরকারের রেগুলেটরি এজেন্সির অপদার্থতা---এই ভুলের মাশুল হয়েছিল এ পৃথিবীর সহস্র নিষ্পাপ শিশুদের। অ্যালবার্ট স্যাবিন পরবর্তী সময়ে ওরাল পোলিও ভ্যাসকিনটি আবষ্কারকরেন। কথায় বলে, তাড়াহুড়ো করা শয়তানের কাজ। করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে য়েনতেমনটা না হয় সেটাই আমাদের প্রার্থনা হবে। তবে সে সম্ভাবনা বিশেষ কম বলেই মনে হয়। কেননা কাটার দুর্ঘটনার পরে বাজারে আসা ওষুধের ক্ষেত্রে যে কঠোর বিধি আরোপিত হয়েছিল ফস্কা গেরোর জায়গা খুবই কম। অন্যদিকে গবেষণার পদ্ধতিতন্ত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু কিংবা ইবোলা---সবগুলির ক্ষেত্রেই ভ্যাকসিন আবিষ্কারে অকল্পনীয় দ্রুততার নজির রয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, আগেরকার দিনে গবেষণা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক। আর এখন গবেষণা হয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক অর্থাৎ ইনস্টিটিউশনাল। ফলে অর্থ বরাদ্দ ও পরিকাঠামোর দিক থেকেও যেমন অনেকখানি সুবিধা হয়েছে, তেমনই ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কাজের চাপ ও দায়িত্ব বন্টিত হয়ে যাওয়ায় গবেষণার দ্রুততা বেড়েছে বহুগুণ এবং হয়েছে নির্ভুল। সেজন্যই আজকাল প্রায়শই অনেকে মিলে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার পান, একা একা নোবেল পাওয়ার দিন বোধহয় আর নেই।

কিন্তু ভ্যাকসিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে চিকিৎসার দিকটিকে উপেক্ষা করার প্রবণতা আরও ভয়াবহ হতে পারে। ভ্যাকসিন হল একটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় বিদ্যাভারতী আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

# কাছাড়ের সাতটি আসন সহ মিশন ১০০ প্লাস সফল করার ডাক, অসমে ফের ক্ষমতায় আসবে বিজেপি, দাবি ফণীন্দ্রনাথের

শিলচর (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড়ের সাতটি আসন সহ মিশন ১০০ প্লাস সফল করতে দলের প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তাদের সক্রিয় হয়ে ওঠার শলা পরামর্শ দিয়েছেন বিজেপির অসম প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি, দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবিও করেছেন তিনি। আজ শুক্রবার দলীয় কার্যালয়ে কাছাড় জেলা বিজেপির বিভিন্ন শাখার পদাধিকারীদের নিয়ে কার্যনির্বাহক সভায় ব্যপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল। আগামী ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সাংগঠনিক অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে আজকের সভায় উপস্থিত থেকে দলীয় কার্যকর্তাদের বিভিন্ন শলা পরামর্শ দিয়েছেন দলের প্রদেশ কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা।

তিনি এদিন কাছাড় জেলার প্রায় দুই শতাধিক কার্যকর্তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দলের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে কংগ্রেস-এআইইউডিএফের জোটবন্ধনের প্রেক্ষিতে কৌশলে এগোতে হবে বিজেপি কার্যকর্তা তথা দলীয় কর্মীদের। কাছাড় জেলার সাতটি বিধানসভা আসনের সাতটিতেই দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার সংকল্প গ্রহণ করে অসমে মিশন ১০০ প্লাস সফল করে বিরোধী দলগুলোর জোটবন্ধনের অপপ্রয়াস গুঁড়িয়ে দিতে হবে।

ফণীন্দ্রনাথ শর্মা বলেন, এক্ষেত্রে দলের প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তাদের আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন কার্যসূচিতে সক্রিয়তার সাথে কাজ করতে হবে। এছাড়া শুধু দলীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বসে থাকলে চলবে না, তৃণমূল স্তরের দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করে তুলতে প্রতিটি মণ্ডল কমিটিতে মাসে অন্তত দুটি সভা, শক্তিকেন্দ্রগুলোতে মাসে একটি করে সভার আয়োজন করার ফরমান জারি করেছেন প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক।

কেবল তা-ই নয়, জেলার প্রত্যেক বিধায়কদেরও সক্রিয়ভাবে নিজেদের এলাকার সাংগঠনিক প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণ করে কর্মীমহলে সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে ব্যাপক জনসম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন-কি বাত" প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মূল্যবান বক্তব্যের মাহাত্ম্য প্রতিটি গ্রামের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। শক্তিকেন্দ্র ও বুথ কমিটিগুলোর সমন্বয়ে ধারাবাহিক সভার আয়োজন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। দলীয় টিকিটে বিজয়ী প্রত্যেক সাংসদ বিধায়কদের বয়ানবাজিতে নয়, কাজে নিজের সক্রিয়তা ও জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে হবে বলে জানান তিনি। কাজের ডায়েরি রক্ষা করে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহ এবং দলীয় কার্যসূচিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন শর্মা।

আজকের সভায় ফণীন্দ্রনাথ শর্মা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি মণ্ডল কমিটি ও ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যুবমোর্চার প্রত্যেক পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন পর্ব সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। এছাড়া নির্বাচনে লড়বেন না এমন সক্রিয় কার্যকর্তাদের কাছ থেকে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রভারী নিয়োজিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন তিনি। আগামী প্রজন্মের কথা বিবেচনা করেই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনে বাধ্যতামূলকভাবে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করতে বলেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমের ফেসবুক, ট্যুইটারে শুধু ব্যক্তিগতভাবে প্রচার ও পোস্ট করলে হবে না, এখন থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ও সরকারের জনকল্যাণমুখী কার্যসূচি পোস্টে শেয়ার ও গঠনমূলক মন্তব্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এদিনের সভায়।

এদিনের সভায় কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই, শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়, অসমের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ কাছাড় জেলার সাত বিধায়ক, জেলার ১৯টি মণ্ডলের সভাপতি, প্রতিটি মণ্ডল থেকে দুজন করে সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিজেপি কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যবর্গ, আমন্ত্রিত ও স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যবর্গ মিলে প্রায় দু শতাধিক কার্যকতা উপস্থিত ছিলেন।

# কাটিগড়ার বিধায়ক জৈনের শিলান্যাসকৃত ফলক গুঁড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা, থানায় এফআইআর, চাঞ্চল্য

কাটিগড়া (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন কর্তৃক একটি কাজের শিলান্যাসের ফলক রাতের অন্ধকারে ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম কাটিগড়ার কাশীবন গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে কাটিগড়া থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, পূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা সহ বাগান পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধির পাশাপাশি শতাধিক জনতার উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া গোবিন্দকোপা পর্যন্ত এসওপিডিজি প্রকল্পের অধীনস্থ সড়কের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন।

প্রস্তাবিত সড়কটি কালাইনছড়া চা বাগানের নয় নম্বর সেকশন এবং গোবিন্দকোপা বাগানের সেকশন হয়ে গুমড়া নদী পর্যন্ত যাওয়ার কথা। এর পর নদীতে একটি আরসিসি সেতুরও কাজ হবে। স্থানীয় গুমড়া নদীর ওপারের লোকজন সহ পড়ুয়াদের বিরাট সুবিধা হবে এতে। ওই এলাকার পড়ুয়াদের প্রাথমিক শিক্ষার পর এমই স্কুল কিংবা হাইস্কুলে পড়তে হয়। গুমড়া নদীতে জল হলে বছরের প্রায় ৪/৫ মাস পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে পারে না। ফলে মাঝপথেই অনেকের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এলাকাবাসীর সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। কিন্তু সড়ক নির্মাণের খবর জানতেই কিছু লোক বাগড়া দিতে উঠে-পড়ে লাগে। তারা প্রস্তাবিত সড়কটি যাতে না হয় এজন্য জোর চেষ্টা চালায় বলে এলাকাবাসীর অভিমত। ফলে বৃহস্পতিবার বিকেলে সড়কের কাজের শিলান্যাস হয়ে যাওয়ায় তাদের আঁতে ঘা পড়ে। এদিন রাতেই কে বা কারা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ফলকটি ভেঙে ফেলে।

শুক্রবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে এলাকায় ক্ষেভের পারদ চড়ে। এ ব্যাপারে পূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে কাটিগড়া থানায় একটি এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন এর তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, যারা উন্নয়নের কাজে বাধা দেয় তারা সমাজবিরোধী। ওরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কথা ভাবে। ফলক ভেঙে দিয়ে উন্নয়নের কাজ বন্ধ করা যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন বিধায়ক জৈন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এলাকাবাসীও। উল্লেখ্য, মাসকয়েক আগে একইভাবে একটি কাজের শিলান্যাসের পর বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের উন্মোচিত ফলকে ভাঙচুর চালিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কালাইনের লক্ষ্মীপুর জিপির মণিপুর গ্রাম ও মহাদেবপুর জিপির ভৈরববাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। কাটিগড়ার বিধায়ক অমর জৈন কর্তৃক উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাসের পর এভাবে একের পর এক ফলক ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন এলাকার সচেতন জনগণ।

## ৫৭ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃত্যু হল ৩৮২৮জনের

কলকাতা, ১১ (হি. স.): রাজ্যে ফের বাড়ল মৃত্যু। গতকাল খানিকটা কমেছিল মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার ফের ৫০ ছাড়ালো মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছিলেন ৪১ জন। তবে এদিন গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেল ৫৭ জন। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৫৭ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০১৬জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৬.১০ শতাংশ। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৪৬১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৯৬হাজার ৩৩২জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৬৯হাজার ৪৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৮২৮জনের। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৫৪৩টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫,৫০০। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮৩জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৩৯,৯০৯জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৪৪৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১৪২জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫৮০জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ৩২৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৩লাখ ৭৫হাজার ৬০৯টি। এখন রাজ্যে ৭৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

# বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গঠিত নিলামবাজার সমবায় সমিতির বোর্ড, বাকি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

নিলামবাজার (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজার সমবায় সমিতির বোর্ড গঠনের জন্য নির্বাচনী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন ছিল বৃহস্পতিবার। শেষদিনে মাত্র ১৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। প্রয়োজনীয় ১৫ সদস্য পদে সীমিত সংখ্যক মনোনয়ন পত্র জমা পড়ায় এবারের বোর্ড অব ডিরেক্টরসগঠন প্রক্রিয়া নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে না, তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি এদিন যাঁরাই মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন কার্যত তঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে পূর্ব নির্ধারিত ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার যাত্রাপুর রোডে অবসিত নিলামবাজার সমবায় সমিতির সায়ী কার্যালয়ে বিভাগীয় তরফে নিযুক্ত নির্বাচনী রিটার্নিং অফিসার তপন মালাকারের হাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী ১৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এদিনই মনোনয়ন জমার নির্ধারিত শেষ সময় আবেদনপত্রগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখেন রিটার্নিং অফিসার তপন মালাকার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার পীযূষ নাথ এবং বিভাগীয় অবজার্ভার সিদ্ধার্থ দত্ত। প্রতিটি মনোনয়ন পত্রই বৈধ বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার তপন মালাকার।

২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত আগামী পাঁচ বছর মেয়াদের সমবায় পরিচালন পর্ষদ নির্বাচনে প্রয়োজনীয় ১৫-র মধ্যে ১৪টি মনোনয়ন জমা পড়ার ফলে যাঁরাই আবেদন করেছেন তাঁরা অঘোষিত ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। নিলামবাজার সমবায় সমিতির বোর্ড অব ডিরেক্টরসএর সদস্য কারা এদিনই তা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে বিভাগীয় তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এদিন সদস্য-সদস্যা পদে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। এছাড়া সমিতির চেয়ারম্যান পদে কাকে বসানো হবে তা নির্ধারণ করবেন সিংহভাগ সদস্য-সদস্যারা। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে চেয়ারম্যান চয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। তবে এবার নজিরবিহীন ভাবে মাত্র আড়াই লক্ষের পুঁজি থেকে ২৫ লক্ষ টাকার পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে সমিতির তহবিলকে সমৃদ্ধ করে ফের চেয়ারম্যান পদের দৌঁড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন।

সিংহভাগ সদস্য-সদস্যার বক্তব্য, চেয়ারম্যান পদ নিয়েও কোনও টানাপোড়নের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিনকেই তাঁদের পছন্দ বলে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন মনোনয়ন পত্র জমাকৃত প্রত্যাশীরা।

# এ রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প আনতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী : রাহুল সিনহা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে রাজ্য কেন্দ্রের সমান শেয়ার থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে বলে বারবার অভিযোগ করেছে রাজ্যের শাসক দল।যদিও শাসক দল ইচ্ছে করেই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রূপায়িত করতে দেয়নি বলে দাবি করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাহুল সিনহা। এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য সরকারকে একহাতও নিলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে কেন্দ্র-রাজ্য। এবার সুপ্রিম নোটিশ এল ৪ রাজ্যে। "গত ৩ বছরে প্রায় ১ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে বিনা পয়সায় অস্ত্রোপচার করিয়েছেন।" গত ৯ জুন প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, "মোদীজি জনপ্রিয় হয়ে যাবেন এই ভয়ে মমতা দিদি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে বাংলার মাটিতে পৌঁছতে দিতে চান না"।

সূত্রের খবর, আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস.এ বোবদের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই চার রাজ্যকে নোটিশ পাঠায়। পেরালা শেখর রাও নামে জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, যে রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্প চালু নেই সেখানকার মানুষজন চিকিৎসাজনিত একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে করোনাকালে যাতে এই প্রকল্প সবজায়গাতেই চালু হয়, সেই কারণেই এই মামলা দায়ের হয়।

আসলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকল্প থাকলেও শুধুমাত্র চার রাজ্যে চালু হয়নি আয়ুষ্মান ভারত। সেই কারণে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন জমা পড়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যকে নোটিশ পাঠানো হল। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এখনও পর্যন্ত "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্প চালু হয়নি দিল্লি, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানাতে।

রাজ্য সরকারকে পাল্টা কটাক্ষ ছুঁড়ে রাহুল সিনহা বলেন, "স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে "স্বাস্থ্য" আছে "সাথী" নেই। শুধুই গালভরা নাম"। এরপরেই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিয়ে রাহুলবাবু বলেন, "যেহেতু এই প্রকল্পের (আয়ুষ্মান ভারত) দ্বারা কাটমানি খাওয়ার রাস্তা নেই, তাই এ রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প আনতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য এ বিষয়ে জবাব দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয়ই তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে"।

প্রসঙ্গত, "স্বাস্থ্য সাথী" প্রকল্পের খরচ রাজ্য সরকার একাই বহন করে।যদিও এই বিষয়ে রাজ্যের পাল্টা যুক্তি, 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর তুলনায় বেশি সুবিধা পাওয়া যায় রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে, তাই কেন্দ্রের প্রকল্পের প্রয়োজন নেই।

# নিযুক্তির দাবিতে আমরণ অনশনে করিমগঞ্জ জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এএনএমরা

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিযুক্তির দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছেন করিমগঞ্জ জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এএনএমরা। স্বাস্থ্য বিভাগের এএনএম পরীক্ষায় পাশ করে গত পাঁচ বছর থেকে তাঁরা ঘরে বসে রয়েছেন। বারবার সরকারের কাছে দাবি জানালেও কোনও লাভ হয়নি। তাঁদের নিযুক্তির কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি এখনও। শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে ধরনাস্থলে আমরণ অনশনে বসেছেন তাঁরা।

করোনা অতিমারি মোকাবিলায় প্রথমসারির যোদ্ধা হিসেবে নিয়োজিত চিকিৎসক ও নার্সরা। এই অতিমারির সময় সরকার শিক্ষা বিভাগ সহ অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্তি দিলেও দীর্ঘদিন আগে এএনএম পরীক্ষা উত্তীর্ণ এ সব যুবতীদের নিযুক্তি দিচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা আমরণ অনশনে বসেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিবাদী এক এএনএম জানান, ২০১৫ সালে সরকারের নিয়ম নীতি মেনে ছয়ের পাতায়

# গ্রেফতার রামকৃষ্ণনগরের বাপন পাল হত্যা সহ একাধিক অপরাধে জড়িত কুখ্যাত ময়না মিঞা

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগরের বাপন পাল হত্যাকাণ্ড সহ একাধিক অপরাধে জড়িত কুখ্যাত ময়না মিঞাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। গত ১৮ আগস্ট করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর সার্কলের চামেলা বাজারে সেতুর নীচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকরে মৃতদেহ উদ্ধারের পর সেই যুবকের মা আশাকর্মী অনিতা পাল পরের দিন নিজের ছেলে বাপন পালকে শনাক্ত করেছিলেন। পুলিশ তদন্তে নেমে ২০ আগস্ট চারজনকে গ্রেফতার করে জানতে পারে ১৭ আগস্ট অত্যধিক মাত্রায় ড্রাগস খাইয়ে মূল্য আদায় করতে না পেরে দামি মোবাইল আটকে রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। পরের দিন মোবাইল আনতে গেলে গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে বাপনকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছিল। এ পর্যন্ত ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ। আজ শুক্রবার কুখ্যাত ময়না মিঞাকে আদালতে সোপর্দ করার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জশিট দাখিল করেছেন তদন্তকারী অফিসার। এতে গোটা এলাকায় পুলিশের সক্রিয়তায় ব্যাপক সন্তোষ ব্যক্ত করছেন জনতা।

রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি এমএল থিয়েক, মামলার তদন্তকারী অফিসার বিধান ধর সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল চামেলার পার্শবর্তী এলাকায় অভিযানে নেমে কুড়ি বছরের বাপন পাল হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে এক মহিলা সহ চার দুষ্কৃতীকে আগেই গ্রেফতার করেছিল। তার কিছুদিন পর ইছাখাউরি গ্রামে বেআইনি ড্রাগসের ডেরাতে সংগঠিত বাপন পাল হত্যাকাণ্ডের আরও একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের আব্দুল মতিন ওরফে সাকিল (৩৫), আব্দুল করিম (৩৫), আঙুরি বেগম (৩৫), জয়নাল উদ্দিন (২৪) এবং ময়না মিঞা (৫৫)।

বিভিন্ন বেআইনি কারবার তথা ড্রাগসের ব্যবসায় জড়িত থাকার পাশাপাশি বাপন পালকে খুন করার দায়ে কুখ্যাত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তারা বাপন পাল হত্যাকাণ্ড, কদমতলার সন্ন্যাসীবাড়ির পার্শবর্তী স্থান থেকে মাস পাঁচেক আগে উদ্ধারকৃত এক মৃতদেহের রহস্য উদঘাটন ও সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু চুরির ঘটনা ও অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের শিগগির গ্রেফতারের জোরালো দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র রামকৃষ্ণনগর থানা ও সার্কল অফিসে প্রদান করা হয়েছিল।

তাই স্বভাবতই পুলিশের সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করেছেন এলাকাবাসী। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক বিধান ধর জানান, এলাকার অপরাধজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউই রেয়াত পাবে না। তাই অসামাজিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সুষ্ঠু সমাজ গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে রামকৃষ্ণনগর পুলিশ।

# শুক্রবার বেশ কিছুটা নামল সোনার দাম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার একধাক্কায় বেশ কিছুটা নেমে গেল সোনার দর। বিশ্ববাজারের এ দিন এমসিএক্স সূচকে ০.৯ু পতনের জেরে ভারতীয় বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়াল ৫১,৩০৬ টাকা। তবে বাড়ল রুপোর দাম। সূচকে ১.৫ু উত্থানের কারণে ভারতে প্রতি কেজিতে বেড়ে দাঁড়াল ৬৭,৯৭০ টাকা।

গত অগস্ট মাসে রেকর্ড গড়ে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়ায় ৫৬,২০০ টাকা ও রুপোর দর প্রতি কেজিতে দাঁড়ায় ৭৯,৭২৩ টাকা। কিন্তু তার পর থেকেই দিশা হারিয়ে ক্রমাগত ওঠানামার মধ্যে রয়েছে দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

বৃহস্পতিবার বাড়লেও আন্তর্জাতিক বাজারে এ দিন সোনার দামে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা দেয়। স্পট গোল্ড সূচকে ০.৩ু পতনের ফলে প্রতি আউন্স সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৯৪৭.৪১ ডলার। সূচকে ০.৩ু দর পড়েছে রুপোরও, যার জেরে প্রতি আউন্সের দাম যাচ্ছে ২৬.৮৪ ডলার। অন্য দিকে, মার্কিন ডলারের দাম চড়ায় অন্যান্য মুদ্রায় সোনার দাম কিছু বেড়েছে। বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আর্থিক প্যাকেজও অপরিবর্তিত থাকায়, তার প্রভাবে সস্তা হয়েছে সোনা।

# আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু না করায় পশ্চিমবঙ্গ সহ ৪ রাজ্যকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর(হি.স.): দেশের অন্যান্য রাজ্যে চালু হলেও ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও চালু হয়নি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে নোটিশ পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এখনও চালু হয় নি রাজ্যগুলির কাছে তা জানতে চেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ।

পেরালা শেখর রাও নামে জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, যে রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্প চালু নেই সেখানকার মানুষজন চিকিৎসাজনিত একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে করোনাকালে যাতে এই প্রকল্প সবজায়গাতেই চালু হয়, সেই কারণেই এই মামলা দায়ের হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সহ ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, দিল্লি এই চার রাজ্যকে নোটিশ পাঠান হল।

# করোনা আক্রান্ত আফতাব শিবদাসানি, রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টাইনে

মুম্বাই, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হলেন অভিনেতা আফতাব শিবদাসানি। শুক্রবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে খবরটি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা নিজেই। তবে তাঁর শরীরে যেহেতু মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টাইনেই।

এদিন আফতাব সোশাল মিডিয়ায় জানান, নমস্কার! আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন এবং নিজের ও পরিবারের খেয়াল রাখছেন। দিনকয়েক ধরেই হালকা জ্বর এবং শুকনো কাশি হচ্ছিল। তাই নিজেই উদ্যোগ নিয়ে করোনা পরীক্ষা করাই এবং দুর্ভাগ্যবশত রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই আপাতত বাড়িতেই রয়েছি। যাঁরা সাম্প্রতিককালে আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের অনুরোধ করব করোনা পরীক্ষার জন্য। সকলে সুরক্ষিত থাকুন যাতে এই দুঃসময়টি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

# চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা, রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত মহিলা যাত্রী, আটক গাড়ি সহ খালাসি ও কন্ডাক্টর

বোকাখাত (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাসের ভাড়া না মেটাতে পারার অভিযোগে চলন্ত বাস থেকে জনৈক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে খালাসি। ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন জামিনা বেগম নামের এক মহিলা যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে গোলাঘাট জেলার বোকাখাতে। গুরুতরভাবে আহত মহিলাকে ১০৮ পরিষেবার অ্যাম্বুলেন্সে করে বোকাখাতের কমলামিরি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কেঁহরা থানার পুলিশ আল্ট্রা বাসটিকে তার খালাসি, কন্ডাক্টর ও চালক সহ আটক করে বোকাখাত সদর থানায় সমঝে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গোলাঘাট থেকে নগাঁও অভিমুখী এএস ০৫ সি ৫০৮৩ নম্বরের 'মুসফিক' নামের যাত্রীবাহী বাসে জামিনা বেগম নামের ওই মহিলা বোকাখাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওঠেছিলেন। বোকাখাতের মিলনপুরের বাসিন্দা ওই মহিলার হাতে বাসের ভাড়া মেটানোর মতো টাকা ছিল না। তিনি বোকাখাতে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন তাঁর ঘর থেকে টাকা নিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন বাসের কন্ডাক্টরকে। অভিযোগ, দীর্ঘ রাস্তা ভাড়ার জন্য কন্ডাক্টর ও খালাসি মহিলাকে বিরক্ত করছিল। ততক্ষণে বোকাখাতের মিলনপুরের কাছে তার ঘরের কাছে বাসটি আসলে গাড়ি থামানোর জন্য বলেছিলেন জামিনা। কিন্তু মহিলার কথা শোনেনি বাসের চালক। তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে জামিনা বাসের দরজার কাছে চলে আসেন। চালক তখনও বাসের গতিরোধ করেনি। উপরন্তু প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে লতাবাড়ি এলাকায় চলে যায় বাস।

লতাবাড়ি এলাকায় বাসের খালাসি নাকি জামিনা বেগমকে চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। তাকে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে বাসটি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি। কেঁহরা ফরেস্ট রেঞ্জ থানার পুলিশ বাসটিকে আটক করে। বর্তমানে আহত জামিনা বেগম চিকিৎসাধীন বোকাখাতের কমলামিরি সিভিল হাসপাতালে।

# হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

## ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি। তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্করি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্করি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

## স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —
প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —
পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।য তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

## ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন। গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি। গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

## রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি
চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি। দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে
সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস, হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের উর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসটেরন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

শুক্রবার ত্রিপুরা কনটেকচুয়াল লেবার কর্মীরা সদর মহকুমা শাসক অফিসে এক ডেপুটেশনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

# প্রয়াত কাছাড়ের বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী রামলাল বৈষ্ণব, শোকস্তব্ধ কাটিগড়া

কাটিগড়া (অসম), ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার কালাইনের বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী রামলাল বৈষ্ণব প্রয়াত হয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ কার্যকর্তা রামলাল বৈষ্ণব বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৪০ মিনিটে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। কালাইনের পার্শ্ববর্তী আসামপাড়া (কৈয়াজানি) গ্রামে তাঁর আদি বাড়ি। বার্ধক্যজনিত রোগের পাশাপাশি কিছুদিন থেকে কর্কট রোগে ভুগছিলেন প্রয়াত রামলাল। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমগ্র কাটিগড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

শোকস্তব্ধ আসামপাড়ার কৈয়াজানিতে প্রয়াত রামলাল বৈষ্ণবের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অসংখ্য মানুষ ভেঙে পড়েন দলে দলে লোকজন ছুটে গিয়েছেন। বিজেপির দলীয় পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় বিজেপি কার্যকর্তারা। সংসারে স্ত্রী, নয় পুত্র, পুত্রবধু, চার কন্যা, জামাতা, নাতি, নাতনি, নাত-জামাই, নাত-বউ সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন প্রয়াত রামলাল বৈষ্ণব। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র বৈষ্ণব শিলচর বার লাইব্রেরির সদস্য প্রখ্যাত আইনজীবী। বাকি ছেলেরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কালাইন বাজার, গুমড়া দিগরখালে তাঁদের একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দ্বিতীয় ছেলে রামানন্দ বৈষ্ণব (ধীরেন) ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্ম প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত।

প্রয়াত রামলাল বৈষ্ণব বরাক উপত্যকা ভিত্তিক বৈষ্ণব উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি তথা ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে আলাদা সুনামের অধিকারী ছিলেন। বিজেপির কালাইন ব্লক মণ্ডল কমিটির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ পদেও দীর্ঘদিন ছিলেন তিনি। জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও লাগাতার সংগ্রাম করে নজিরবিহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সফল ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান উদাহরণ ছিলেন প্রয়াত রামলাল বৈষ্ণব। বর্তমান কালাইন এলাকার আর্থ-সামাজিক দৈনন্দিন জীবনে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বিশিষ্ট এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে সুখ্যাতি রয়েছে রামলাল বৈষ্ণবের। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তথা সনাতন ধর্মের শাস্ত্রীয় রীতি নিয়মানুসারে শুক্রবার ১২টায় আসামপাড়া গ্রামের বাড়িতে প্রয়াত রামলাল বৈষ্ণবকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন কালাইন ব্লক মণ্ডল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কাছাড় জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য বিপ্রবকান্তি পাল, মণ্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ভুবেন্দ্র বৈষ্ণব, মণ্ডল সভাপতি নিত্যগোপাল দাস, বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা অসিতবরণ দে, বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত, কাছাড় জেলা পরিষদের উপ-সভানেত্রী লাভলী চক্রবর্তী, কালাইন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা সুখেন্দু কর, কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, প্রাক্তন জিপি সভাপতি সন্দীপ দাস, কংগ্রেস নেতা ভৈরবপুর জিপি সভাপতি তথা কালাইন ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত পরিষদের সভাপতি দীপন রায়, কালাইন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিশাল সরকার, ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র বৈষ্ণব, আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য অমিতাভ চক্রবর্তী, পাইকান দিগরখাল জিপির কংগ্রেস মণ্ডল সভাপতি জগৎ তারণ বৈষ্ণব, খেলমার দীগেন্দ্র বৈষ্ণব, এআইইউডিএফ নেতা আজিজুর রহমান খান সহ অনেকে। প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রয়াত রামলালবাবুর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

## ধোপে টিকল না আবেদন; রিয়া ও শৌভিক-সহ ৬ জনের জামিন-আর্জি খারিজ

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ধোপে টিকল না আর্জি। সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু-মামলায় (মাদক-যোগে ধৃত) মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন রিয়া চক্রবর্তী, শৌভিক চক্রবর্তী, আব্দুল বশিত, জাইদ ভিলাত্রা, দীপেশ সাওয়ান্ত এবং স্যামুয়েল মিরান্ডা। শুক্রবার প্রত্যেকেরই জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত। রিয়া-সহ প্রত্যেকেই দাবি করেছেন, ভুয়ো মাদক মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাঁদের। কোনও অপরাধ করেননি তাঁরা। জামিনের আবেদনের সময় রিয়া অভিযোগ করেন, তাঁর থেকে জোর করে মাদক গ্রহণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছে। রিয়া জানান, জেলে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু, সুশান্তের প্রেমিকা রিয়া-সহ অন্যান্যদের আবেদন ধোপেই টিকল না। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে রিয়া, তাঁর ভাই শৌভিক ও এনসিবি-র গ্রেফতার করা আরও চার জন, যথাক্রমে আব্দুল বশিত, জাইদ ভিলাত্রা, দীপেশ সাওয়ান্ত এবং স্যামুয়েল মিরান্ডার জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। শুক্রবার বিচারক জিবি গুরাও প্রত্যেকেরই জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে জানান, অর্ডার কপি পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব আমরা।

প্রসঙ্গত, সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমে রিয়াকে মাদক-যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। অভিনেত্রীকে পেশ করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। তাঁর ১৪ দিনের বিচাবিভাগীয় হেফাজত মঞ্জুর করেন ম্যাজিস্ট্রেট। ইতিমধ্যেই খারিজ হয়েছে প্রথম দফা জামিনের আবেদন। শুক্রবার ফের জামিন-আর্জি খারিজ হয়ে গেল। ২৮ বছর বয়সী রিয়া আপাতত বাইকুল্লা জেলে রয়েছেন।

## নতুন ভারতের আশা-আকাঙ্খাকে পূরণ করবে জাতীয় শিক্ষা নীতি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নতুন ভারতের আশা-আকাঙ্খাকে পূরণ করবে জাতীয় শিক্ষা নীতি। বাস্তবায়িত করতে হবে সমগ্র দেশে, তবে কাজ এখনও অনেকটাই বাকি রয়েছে। শুক্রবার এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০-র অধীনে "একবিংশ শতাব্দীতে স্কুল শিক্ষা" শীর্ষক সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালও। সম্মেলনে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নতুন ভারতের আশা-আকাঙ্খাকে পূরণ করবে জাতীয় শিক্ষা নীতি। সমগ্র দেশে তা বাস্তবায়িত করা দরকার এবং আমাদের একসঙ্গে তা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি লাগু করার বিষয়ে কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রক দেশের সর্বত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৫ লক্ষের বেশি পরামর্শ এসেছে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে ওই সমস্ত পরামর্শ। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিগত ৪-৫ বছর ধরে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফলাফল জাতীয় শিক্ষা নীতি। কাজ এখনও অনেকটাই বাকি রয়েছে, সবে তো শুরু। কার্যকর বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, আমাদের দেশে প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোনও না কোনও অঞ্চলে পারম্পরিক কলা, কারিগরী, প্রোডাক্টের খ্যাতি রয়েছে। পড়ুয়াদের তা নিজ চোখে বিচক্ষণ করা উচিত। পোশাক কীভাবে তৈরি হয় দেখতে হবে, এতে কৌতূহল বাড়বে এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে। একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শিক্ষার্থীদের।

## পিএমএওয়াই-জি প্রকল্পে ১.৭৫ লক্ষ বাড়ির গৃহপ্রবেশে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা --- গ্রামীণ পিএমএওয়াই-জি কর্মসূচির একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। মধ্যপ্রদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার নবনির্মিত বাড়ির গৃহপ্রবেশ এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

করোনা মহামারীর সময়ে এই বাড়িগুলি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী ২০১৬'র ২০ নভেম্বর সকলের জন্য ২০২২ সালের মধ্যে আবাসনের যে ঘোষণা করেন, তারই আওতায় এই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি - পিএমএওয়াই-জি চালু হয়। এ পর্যন্ত দেশ জুড়ে ১.১৪ কোটি বাড়ি এই কর্মসূচির আওতায় তৈরি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ১৭ লক্ষ দরিদ্র মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। যেসব দরিদ্র মানুষদের কোনও বাড়ি ছিল না, বা যাঁরা ভাঙা বাড়িতে থাকতেন, তাঁদের জন্যই এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

পিএমএওয়াই-জি প্রকল্পে প্রতিটি উপভোক্তা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পুরো অনুদান পেয়ে থাকেন — এখানে ৬০ শতাংশ কেন্দ্র এবং বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্য বহন করে। পিএমএওয়াই-জি কর্মসূচিতে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বাড়ি তৈরির সময় ৪টি কিস্তিতে টাকা পাঠানো হয়। জিওট্যাক ছবির মাধ্যমে প্রত্যেক স্তরের কাজ শেষ হওয়ার পর এই সংক্রান্ত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পরই টাকা পাঠানো হয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি, উপভোক্তারা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএস) প্রকল্পের আওতায় ৯০-৯৫ দিন অদক্ষ শ্রমিকের কাজ পান। এছাড়াও, স্বচ্ছ ভারত মিশন — গ্রামীণ অথবা অন্য যে কোনও প্রকল্পের মাধ্যমে শৌচাগার নির্মাণের জন্য ১২ হাজার টাকা অনুদান পেয়ে থাকেন। এই পুরো প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য প্রকল্পগুলির সুবিধাও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরা পান। এর মধ্যে রয়েছে — প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল জীবন মিশনের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল ইত্যাদি। মধ্যপ্রদেশ সরকার 'সমৃদ্ধ পর্যাবাস অভিযান' — এর আওতায় সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন প্রকল্প, রেশন কার্ড, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবন জীবিকা মিশন সহ ১৭টি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এইসব সুবিধাভোগীদের প্রদান করে।

# কলকাতায় প্রতি চারজনে একজনের দেহে তৈরি হয়েছে এন্টি বডি, জানাচ্ছে সমীক্ষা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর(হি স): কলকাতার বড় বাজার এলাকায় সবথেকে বেশি পরিমাণে মানুষের দেহের তৈরি হয়েছে এন্টি বডি, বলছে সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন কলকাতার ৯,০৪১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গের ২২ হাজার ৫৮৯ জন। তাদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয় রক্তে কোভিডের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কিনা। এর দ্বারাই বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনও সময়ে এই ভাইরাস এর সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা। একইসঙ্গে খাস কলকাতায় প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের দেহে এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির নিয়ম মেনে। এই সমীক্ষা চালিয়েছে বেসরকারি সংস্থা থাইরোকেয়ার।

থাইরোকেয়ার সম্প্রতি দেশ জুড়ে এক সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিতও হয়েছে। সেখানেই বলা হয়েছে যে কলকাতা সহ এই রাজ্য তথা দেশের মানুষের মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই মানুষগুলির দেহে করোনাকে প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা এসে গিয়েছে। এখন কলকাতায় প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের দেহে এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। ওই বেসরকারি সংস্থা সূত্রে খবর, দেশের প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ মানুষের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলায় এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে ২২ হাজার ৫৮৯জন মানুষের মধ্যে। তাতেই দেখা যাচ্ছে কলকাতায় শতকরা ২৬ জনের মধ্যে ও বাংলায় শতকরা ২৩ জনের শরীরের মধ্যে কোভিডের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেরো সার্ভের ফলাফল জানাচ্ছে, সারা দেশের ২৭ শতাংশ মানুষের মধ্যে এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে।এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে, অন্তত ২৩ শতাংশ বঙ্গবাসীর দেহে ইতিমধ্যেই করোনার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গিয়েছে। যা তাদের পরবর্তী কোভিড আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই হার জাতীয় গড় হারের তুলনায় কম।

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, কলকাতা শহরের পোস্তা বড়বাজার এলাকার মানুষের দেহে কোভিডের সর্বাধিক অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। বড়বাজারের প্রায় ৪৭ শতাংশ মানুষের দেহে কোভিডের অ্যান্টিবডি ধরা পড়েছে। আহিরীটোলা-শোভাবাজার এলাকায় এই হার ৪৬ শতাংশ। বেহালায় অ্যান্টিবডি রয়েছে ৪২ শতাংশ মানুষের দেহে। কাকুরগাছিতে তা ৩৮ শতাংশ। অন্যদিকে গোটা রাজ্যে সর্বাধিক অ্যান্টিবডি দেখা গিয়েছে দার্জিলিং জেলার মানুষের দেহে। দার্জিলিংয়ের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের দেহে মিলেছে কোভিডের অ্যান্টিবডি। সবচেয়ে কম অ্যান্টিবডি মিলেছে বাঁকুড়া জেলার মানুষের দেহে। সেখানে ৬.৩ শতাংশ মানুষের দেহে অ্যান্টিবডি পাওয়া গিয়েছে।

একই সঙ্গে এই উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তরা এই ভাইরাসটির সবচেয়ে বড় বাহক বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে যিনি আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি বুঝতে না পারলেও তার সংস্পর্শে আসা অন্য কোনও ব্যক্তি যার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বিগত পাঁচ-ছয় সপ্তাহ ধরে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই সমীক্ষা চালিয়ে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে বেসরকারি সংস্থা।

## আর মেডিক্যাল পরীক্ষায় বসা হল না অভিষেকের, উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ

হুগলি ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন পর গঙ্গা থেকে উদ্ধার হল হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা নিট পরীক্ষার্থী অভিক মন্ডলের মৃতদেহ। আগামী রবিবার ছিল তাঁর মেডিক্যালের পরীক্ষা

শুক্রবার সকালে হিন্দমোটরের শিবতলা ঘাটের পাশে গঙ্গার পারে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর খবর দেওয়া হয় উত্তরপাড়া থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মৃত অভিকের বাড়িতে খবর দিলে তার বাবা এসে মৃত দেহ সনাক্ত করেন। নিট পরীক্ষার এডমিট কার্ড আনতে বাড়ির সামনে একটি ক্যাফেতে যায় মঙ্গলবার রাতে তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরা হয়নি অভিকের। অবশেষে এদিন তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় গঙ্গা থেকে। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশে কর্মরত অভিকের বাবার অভিযোগ আমার ছেলে খারাপ নয় পাড়ার সকলে জানে তবে কোন একটি মেয়ের নাম উঠে আসছে। কারন তার বাবা সুভাষ মন্ডল তার এক বান্ধবীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করার কথা বলেন কারন তার ওই বান্ধবীর সঙ্গে একটা রিলেসন ছিল তবে অভিক বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তাঁর মোবাইলের সমস্ত কিছু ডিলিট করে মোবাইল বাড়িতে রেখে দেয়। তবে ঘটনার খবর জানা যেতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় কোন্নগরের ২ নং ওয়ার্ড। ছুটে আসেন অভিকের বন্ধুরা।শোকের ছায়া বিদিশা হাউজিংয়ে।

## কৃষ্ণ নবমীতে রীতি মেনে শীল লেনের দাসবাড়িতে দেবীর বোধন

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ( হি স): ক্যালেন্ডার বলছে আর মাত্র কয়েকদিন। কারণ দুর্গাপুজোর দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। আর এরই মাঝে ঢাকে পড়ল কাঠি। শুক্রবার কৃষ্ণ নবমীতে রীতি মেনে শীল লেনের দাসবাড়িতে হল দেবীর বোধন।

প্রতি বছরই কৃষ্ণ নবমী থেকেই মধ্য কলকাতার শীল লেনের দাসবাড়ির দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। এই বছর তার ব্যতিক্রম হল না। করোনা আবহে সকলের মন খারাপ থাকলেও রীতি মেনেই এদিন শুরু হয়ে গেল পুজো। যদিও চলতি বছর মহালয় প্রায় অনেকদিন পরে পুজো। আর তাই এই বছর শীল লেনের এই দাস বাড়িতেও ১৫ দিনের বদলে ৪৫ দিন ধরে চলবে পুজো। পারিবারিক রীতি মেনে কৃষ্ণ নবমীতে দাসবাড়িতে শুরু হল পুজো। বোধনের ঘট বসিয়ে শুরু হয়ে গেল পুজোর আয়োজন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নিয়মিত এই ঘটেই পুজো চলবে বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। মহাপুজোর আয়োজন হবে মহাসপ্তমী থেকে দশমী অবধি। কঠিন পরিস্থিতিতে শীল লেনের দাসবাড়িতে দেবীর বোধনে যেন শহরবাসীর মুখে ফুটেছে স্বস্তির হাসি। তারা আশায় বুক বাঁধছে যে চলতি বছরও কলকাতায় হবে পুজো।

## দক্ষিণবঙ্গে বজায় থাকবে গুমোট গরম

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর(হি স): নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাপমাত্রার পারদ। আদ্রতা জনিত অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে রাজ্যবাসী। আজও রাজ্যের বেশকিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রাতের দিকে কিছুটা ঠাণ্ডা হলেও সকাল থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত আদ্রতা জনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে রাজ্যে। এই সপ্তাহে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমান। পুরো সপ্তাহ জুরেই জারি থাকবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা।

নিম্নচাপের জেরে উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণবঙ্গেও জারি থাকবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার এ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আপাতত আগামী রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি জারি থাকার সম্ভাবনা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ তার শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত এই নিম্নচাপ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি তৈরি হতে পারে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তার জেরে ওড়িশা সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এছাড়া বৃষ্টির পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে অন্ধপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায়।

শুক্রবার সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরম। আংশিক মেঘলা কলকাতার আকাশ।কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দতার পরিমান ৮৩ শতাংশ। এলাকার কয়েকটি জায়গায় একবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাতের দিকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

## উত্তর থেকে দক্ষিণ লকডাউন সফলতায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কড়া নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ( হি স):করোনা আতঙ্কে নাজেহাল রাজ্যবাসী। আর তাই করোনা সংক্রমণে কোনরকম ফাঁক রাখতে রাখতে চাইছে না প্রশাসন। কিন্তু তবুও কাজ চলছে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে। তবে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে সম্পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকারের। আর আজ শুক্রবার রাজ্য জুড়ে চলছে সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সাপ্তাহিক লকডাউন। সাপ্তাহিক লকডাউন সফলতায় উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের।

বারবারই প্রশাসনের তরফে বলা হচ্ছে করোনা সংক্রমণ এড়াতে গেলে থাকতে হবে ঘরে। বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। কিন্তু অনেকেই কারনে আকারণে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে দুদিন লকডাউন চলবে রাজ্যে সেইদিনগুলি প্রয়োজনীয় কারণ ছাড়া বেরোনো যাবে না রাস্তায়। আর রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত লকডাউন সফলতায় তৎপর কলকাতা পুলিশ। এদিন রাস্তার মোড় থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্রই চলছে পুলিশি টহল। শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ বেহালা থেকে পার্ক স্ট্রিট শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কড়া নজরদারি কলকাতা পুলিশের। প্রাইভেট কার থেকে বাইক, স্কুটি, লরি এমনকি সাইকেল প্রতিটিগাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যেতে দেওয়া হচ্ছে না যদি কারণ সঠিক না মনে হয়। পাঠানো হচ্ছে বাড়ি ।অনেককে দেওয়া হচ্ছে শাস্তিও। লকডাউন সফলতা একেকথায় তৎপর পুলিশ।

## করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশ বন্ধের মুখে

বাঁকুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ( হি. স.) : একদিকে ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ায় জেলাগুলি জেলা থেকে প্রকাশিত ক্ষুব্ধ পত্রিকাগুলি ধুঁকছে। অনেক পত্রপত্রিকা প্রায় বন্ধ , গোদের উপর বিষফোড়ার মত করোনা পরিস্থিতি আর ও বেহাল করে দিয়েছে। মফস্বল বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রাণ এই পত্রপত্রিকা গুলির পুজো সংখ্যা এবার প্রায় বন্ধের মুখে ।জেলা থেকে যেসকল পত্রপত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হতো এবার বিজ্ঞাপনের অভাবে অধিকাংশই এবার প্রকাশিত হচ্ছে না। মফস্বল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা 'হিন্দু বানী' প্রত্রিকার এবার পুজো সংখ্যা বের হচ্ছে না। যা পত্রিকাৰ ৭৭ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। জেলার আর এই বিশিষ্ট পত্রিকা ধামসা মাদল এবার পুজো সংখ্যা প্রকাশ করতে পারছে না। এমনিভাবেই' বাঁকুড়া অবজারভার' 'জঙ্গলমহল এক্সপ্রেস' প্রভৃতি পত্রিকাগুলো পুজো সংখ্যা প্রকাশ করতে পারছে না। এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু বানীপ্রত্রিকার সহকারি সম্পাদক সুশান্ত নন্দী ,ধামসা মাদল প্রতিকার সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য বলেন বর্তমান বাজারে প্রতিযোগিতার মুখে পত্রিকা পরিচালনা করা এমনিতেই দুঃসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে, আগে ক্ষুব্ধ পত্রপত্রিকা গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি তরফে সহযোগিতা করা হতো বিজ্ঞাপন প্রদান করে আজ কয়েক বছর হল সেই বিজ্ঞাপন প্রায় বন্ধের মুখে যার ফলে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা বন্ধের মুখে, যেগুলি কোন প্রকারের টিকে রয়েছে সেগুলির ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।তার উপর কৰোনা পরিস্থিতিতে আরো জটিল হয়ে গেছে পত্রিকা প্রকাশনা। সরকারি বিজ্ঞাপন নেই বললেই চলে বেসরকারি বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন এবার অধরা এই পরিস্থিতিতে পুজোসংখ্যা বের করার মতো ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

জঙ্গলমহল এক্সপ্রেস পত্রিকা সম্পাদক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এখন আর পুজোসংখ্যা প্রকাশ করিনা তার পরিবর্তে বইমেলা সংখ্যা প্রকাশ করছি কয়েক বছর হল, এমনিতেই সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রায় নেই বললেই চলে পত্রিকা চালানোই তো দায় ।নিজেদের পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ঝুঁকি নিয়েও পুজোসংখ্যা প্রকাশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাঁকুড়া বার্তা, সুচেতনা, মুক্ত বিহঙ্গের মত কিছু পত্রিকা। সুচেতনা পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস মিদ্যা বলেন ট্রাডিশন বজায় রাখতে পুজো সংখ্যা প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছি বিজ্ঞাপন তো প্রায় নেই বললেই চলে। একই কথা বাঁকুড়া বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ফাল্গুনী মহান্তির তিনি বলেন বিগত বছরে প্রায় দেড়শ পাতার মতো পত্রিকা হয়েছিল এবার সেখানে ৮০ পাতাতে নামতে বাধ্য হয়েছি ।জেলার পত্রপত্রিকার এই হাল দেখে উদ্বিগ্ন বিশিষ্টজনেরা। জেলার বৈশিষ্ট্য, খবরা-খবর থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিকদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাগুলো যদি এভাবে অচিরে হারিয়ে যায় তবে বাংলার সংস্কৃতি ও হারিয়ে যাবে এমনই আশঙ্কা তাদের।

## ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৯৮৩ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১২৯,৫২২

রিও ডি জেনেইরো, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্রাজিলে আরও ৯৮৩ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪০,৫৫৭ জনের শরীরে থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯। আরও ৯৮৩ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১২৯,৫২২-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪.২ মিলিয়নের বেশি মানুষ ।ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৮৩ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ১২৯,৫২২-এ পৌঁছে গিয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৫৫৭ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪.২ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

## মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১৮৫ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ১৪,৬০৮

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আরও একজন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮৫ জন পুলিশ কর্মীর। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১৮,৪০৫ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৪,৬০৮ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩,৬১২ জন।

মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৮৫ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪,৬০৮ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ৩,৬১২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৯ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে একজন পুলিশ কর্মীর।

## কলকাতা থেকে পুতুলের মধ্যে মাদক পাচার হংকংয়ে

কলকাতা, ১১সেপ্টেম্বর (হি. স.): পুতুলের মধ্যে অভিনব কায়দায় মাদক পাচারের কান্ড দেখে তাজ্জব গোয়েন্দারাও। এ পুতুলের মধ্যে করেই কলকাতা থেকে সুদূর চিনের হংকংয়ে পাচার করা হত মাদক। আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের মাথা সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের নার্কোটিক কন্টোল ব্যুরোর গোয়েন্দারা। বাজেয়াপ্ত ওই ১২ কেজি চরসের মূল্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার একটি ক্যুরিয়ার সংস্থার দফতর থেকে এটি উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের

ছয়ের পাতায়

## আনন্দপুর কাণ্ডের প্রতিবাদী নীলাঞ্জনার সঙ্গে দেখা করল মহিলা কমিশন

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আনন্দপুর কাণ্ডের প্রতিবাদ করে জখম নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। শুক্রবার বেলা বারোটা নাগাদ বাইপাস সংলগ্ন রুবি হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন অফ ওমেন-এর সদস্যরা। সেখানে তারা দীর্ঘ সময় ধরে নীলাঞ্জনার সঙ্গে কথা বলেন। সাক্ষাতের পর মহিলা কমিশনের সদস্য লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, নীলাঞ্জনা এখন সুস্থ আছেন। দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন। তাই এখনই কোনও জিজ্ঞাসাবাদ নয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরলেই নীলাঞ্জনাকে দফতরে আসতে বলা হয়। নীলাঞ্জনা দেবীও তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। দুস্কৃতির গাড়ির ধাক্কায় পায়ের হাড় ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছে। তবুও থামেননি তিনি। কঠিন অস্ত্রপ্রচারের পর ফের স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে চেষ্টা করছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাত ১২ টা নাগাদ ইএম বাইপাসে। এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দারা গাড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। আর তখনই তারা দেখতে পান অন্য এক গাড়িতে এক মহিলা চিৎকার করছেন। তরুণীর আর্তনাদ শুনে এগিয়ে যান নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় নামে এক মহিলা। তখন ওই অভিযুক্ত ধাক্কা দিয়ে তরুণীকে গাড়ি ফেলে দেয় এই ভেবে গাড়িটিকে ধরতে গেলে যে মহিলা তরুণীকে বাঁচাতে এসেছিল তার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় পলাতক অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসারত উদ্ধারকারী নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই প্রতিবাদী মহিলা। এরপরই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। তিনদিন গা-ঢাকা দেওয়ার পর অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। এর পরেই জানা যায় অভিযুক্ত নির্যাতিতা হবু স্বামী স্ত্রী। এবং শ্লীলতাহানীর ঘটনা সম্পূর্ণই সাজানো। ইতিমধ্যেই দুজনকে সামনে বসিয়ে জেরা করা হবে বলে খবর। কিছুদিন পরেই অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার বিয়ের কথা ছিল। আর তাই নতুন জীবন শুরুর আগে ঘটনার দিন রাতে গাড়িতে বসেই কোথায় ফ্ল্যাট কিনবেন তা নিয়েই বচসা চলছিল। বচসা চলতে চলতে তরুণী রাগের বশে অভিযুক্তের ডান হাতের আঙ্গুলে কামড় বসায়। এরপর নিজেই চলন্ত গাড়িতে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায় নির্যাতিতা। আর সেটা দেখেই আহত উদ্ধারকারী

ভেবেছিলেন হয়তো তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ভুল পুলিশের জেরার সামনে এমনটাই দাবি অভিযুক্তর। কিন্তু তাদের দুজনের ব্যক্তিগত ঝামেলা পাবলিক প্লেসে করাতেই সেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়কে। ইতিমধ্যেই আনন্দপুর ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান লালবাজারে আধিকারিকরা। আহত নিলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পুলিশকর্তারা সাক্ষাত করে হাসপাতালে গিয়ে।

## ময়নাগুড়িতে করোনা সংক্রামিত আরও ১৫ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫২৬

ময়নাগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল।এখনও পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২৬। যদিও অধিকাংশই ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।সংক্রামিতদের হোম আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোশগ গ্রহণ করা হবে।

শুক্রবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ময়নাগুড়ি শহরের আনন্দনগর পাড়ার এক বাসিন্দাকে জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া আনন্দনগর সাহাপাড়ায় আরও একাধিক বাসিন্দার করোনা সংক্রমণের খবর মিলেছে। এছাড়া বাকিরা শহর পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## বক্সনগর সীমান্তে বেড়ার ওপারে বসবাসকারী নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর ব্লক এলাকার রহিমপুর কাঁটাতারের বেড়ার ১৬৬ নম্বর গেটের ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।বক্সনগর ব্লক এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে গিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সংবাদ সূত্রে জানা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে ১২ টি শিশু এবং সাতজন গর্ভবতী মহিলাকে টিকা করন করা হয়েছে।শিশু এবং মায়েরা যাতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্যই ব্লগ কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রয়াস জারি থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা প্রশাসনের উদ্যোগে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।উল্লেখ্য লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা সব সময় কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এসে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারছেন না।তাতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা।উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ব্লগ কর্তৃপক্ষ কাঁটাতারের বেড়ায় ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যেসব পরিবারে বসবাস করছে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের করোনা পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

## দুই মাসের জন্য জল কর মুকুব কমলপুর পৌর পরিষদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধলাই জেলার কমলপুর পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে দুমাসের জন্য জল কর মুকুব করা হয়েছে। কমলপুর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রশান্ত সিনহা আজ সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানিয়েছেন।পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেইকমলপুর পুরো পরিষদ নিজেদের সাধ্যমত পৌর পরিষদ এলাকার সমস্ত বক্তাদের জলকর মুখপোড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অমরপুর পুরো পরিষদের এই সিদ্ধান্তে খুশি পুরো পরিষদ এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ। পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান আরো জানান পৌর পরিষদ এলাকার জনগণের মধ্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।কোথাও কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনার জন্য পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান পুরোবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

## সাহিত্যিক অপরাজিতা রায়ের জীবনাবসান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।** না ফেরার দেশে চলে গেলেন সাহিত্যিক অপরাজিতা রায় । ২৭ জুলাই ১৯২৯ সালে গৌহাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অপরাজিতা রায়। পৈত্রিক বাড়ি ছিল কোলকাতায় হাওড়া শিবপুরে।বাবা ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। মা প্রফুল্ল বালা দেবী। অপরাজিতা রায়ের দাদা আসামে রিভিনিউশনারী কমুউনিষট পার্টি অব ইন্ডিয়া র নেতা ছিলেন। তার প্রভাবে ছাত্র জীবনে পার্টির ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পরেন। ১৯৫০ সালে জুলাই মাসে আসাম সরকার তাকে এক বছর নিবর্তনমূলক আইনে আটকে রাখে।১৯৫২ সালে কর্ম সূত্রে ত্রিপুরায় আসেন তিনি।১৯৫৩ সালে রাজ্যের সাংবাদিক মোহন লাল রায়ের সাথে বিয়ে হয় অপরাজিতা রায়ের।তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা পদ থেকে অবসর নেন। তিনি ত্রিপুরার প্রথম সাহিত্য বাসর নামের সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।কামান চৌমুহনী মিটার সন রেডিও দোকানের গলিতে সাহিত্য বাসর হতো।। তখন থেকেই তাঁর সান্নিধ্য পায় রাজ্যের মানুষ। ২০০১ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার ও ২০০৩ সালে ত্রিপুরা অনন্যা পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া ও পেয়েছেন আরো বহু পুরস্কার।। তাঁর গল্প গ্রন্থ এখন ও অন্ধকার। প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ও নারী। কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয় শরীর।। তিনি ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ এর সাথে জড়িত ছিলেন।

## ১৯ ঘণ্টা পর এনআরএস চত্বরেই দেখা মিলল নিখোঁজ করোনা আক্রান্তের

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর(হি.স.): নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৯ ঘন্টা পর খোঁজ মিলল করোনা আক্রান্তের।শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ তাঁর খোঁজ মেলে এনআরএস হাসপাতাল চত্বরেই।

হাসপাতাল সুত্রে খবর, গতকাল মুচিপাড়ার বাসিন্দা এই রোগী করোনা সন্দেহে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি হন।এরপর তাঁকে রাখা হয় করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে। গতকাল বিকাল ৫টা নাগাদ তিনি উধাও হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এদিন হাসপাতাল চত্বরেই দেখা মিলল তাঁর।

এদিকে শুক্রবার সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আরও এক রোগীকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, কিছুদিন আগে এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার লক্ষীকান্তপুরের বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায় নামে এক ব্যক্তিকে।

## নির্যাতন

স্বপন নমশূদ্রর মা তাঁকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়। তার পর থেকে সন্তানকে নিয়ে এক প্রকার অভুক্ত দিন কাটাতে থাকে স্বপন নমশূদ্রর স্ত্রী। পরবর্তী সময় স্বপন নমশূদ্রর স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও স্বামী তাদের কোন খোঁজ খবর নিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সন্তানকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যায় ঐ গৃহবধূ। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে ঐ গৃহবধূকে শ্বাসুরী মানসিক ভাবে নির্যাতন শুরু করে। ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়ে শুক্রবার ঐ গৃহবধূ পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়।

## এএনএমরা

**তিনের পাতার পর**

এএনএম পরীক্ষায় পাশ করেন জেলার বেশ কিছু যুবতী। এর পর থেকে বহুবার নিযুক্তির আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এমন-কি বেশ কয়েকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। কিছুদিন আগে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কাছেও স্মারকপত্রের মাধ্যমে নিযুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশাসন এবং সরকার করোর কোনও হেলদোল নেই দেখে তাঁরা বাধ্য হয়ে আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছেন, জানান করিমগঞ্জ জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এএনএমরা।

## অথঃ ভ্যাকসিন কথা

দুইয়ের পাতার পর

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যেটা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে। কিন্তু আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজন থেরাপটিক ভ্যাকসিন কিংবা সুচিকিৎসার উপায়। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের উন্মাদনায় এদিকটা যদি গুরুত্ব না পায় তবে আরেকটা বিপদ সমাগত। মনে রাখা জরুরি যে দুনিয়াতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই করোনাতে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

## বিএড পড়ুয়ারা

রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুড়াইবাড়ি গেইটে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়ে যায়। অর্থের বিনিময়ে করোনা পরীক্ষা না করে বহিঃরাজ্য থেকে আসা লরি রাজ্যে প্রবেশ করছে দালালদের হাত ধরে। বৃহস্পতিবার রাতে একইভাবে বহিঃরাজ্য থেকে আসা টি.আর-০৫এ-১৫১৬ নাম্বারের একটি গাড়ি অর্থের বিনিময়ে দালাল চক্রের হাত ধরে রাজ্যে প্রবেশ করে। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অন্যান্য লরি চালকরা অসন্তোষ ব্যক্ত করে। রাজ্যে যেন করোনা ভাইরাসের প্রকোপের লাগাম টানা যায় তার জন্য চোরাইবাড়ি গেইটে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে করে চোরাইবাড়ি দিয়ে যে সকল গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করবে, সেই সকল গাড়ির চালক সহ অন্যান্যদের করোনা পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু এই ভাবে অর্থের বিনিময়ে দালাল চক্রের হাত ধরে গাড়ি চোরাইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করার ফলে সকলের জন্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারন কোন যান চালক যদি করোনা আক্রান্ত থাকে তবে সকলের জন্য তা বিপদের। এই পরিস্থিতিতে এখন দেখার প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## মামলা

সাধারন মানুষের প্রতি মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যেভাবে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাতে রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি দিকে ধাবিত হচ্ছে। সর্তকতা অবলম্বন ওই করোণা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।যেসব মানুষজন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না এবং মাস্ক পরিধান করছে না এমনকি করোনা

আক্রান্ত হওয়ার পরও আইসোলেশন এর নিয়ম কানুন মানছে না তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া সরকার এবং প্রশাসনের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই।এসব বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করে সরকারি বিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে করোণা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

## সাংসদ প্রতীমা

রয়েছে। তিনি জানান, গত ২৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগরতলা বিমানবন্দর দিয়ে ৭,৩৩৫ জন যাত্রী রাজ্যে এসেছেন। তাদের মধ্যে ১.৪ শতাংশ যাত্রীর পজিটিভ ধরা পড়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে কোভিড রোগীদের পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ৩৬৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২২৫ জন এবং এখনও পজিটিভ রয়েছেন ১৩৯ জন। তিনি জানান, আজ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭,৮৩৩ জন। বর্তমানে পজিটিভ রয়েছেন ৭,৩৮১ জন। সুস্থ হয়েছেন ১০,২৫৫ জন। রাজ্যে মৃত্যহার ০.৯৬ শতাংশ যা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে কম। রাজ্যে পজিটিভিটি রেইট ৫.৬ শতাংশ। এখন পর্যন্ত মোট পরীক্ষা হয়েছে ৩,১৮,৫৮৪টি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. শৈলেশ কুমার যাদব জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কেন সংক্রমণের হার বেশি তা জানতে সম্পতি একটি বিশ্লেষণ করা হয়। সেই অনুসারে আগরতলায় ৩,০০০টিরও বেশি বিয়ের অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাবেশ, সামাজিক দূরত্ব না মানা, মাস্ক ব্যবহার না করার মতো কারণগুলি চিহ্নিত হয়েছে।

তিনি জানান, প্রত্যেক রোগীদের ঠিকানা নিয়ে একটা স্যাটেলাইট ম্যাপিং করা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমের মধ্যে পজিটিভ রোগীদের ৭০ শতাংশ পুরনিগমের ১০টি ওয়ার্ড থেকে। সেই ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, টেস্টের হার বাড়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছে তাদের মধ্যে যাদের কোমর্বিডিটি রয়েছে তাদের বাড়িতে পালস অর্মিটার দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল টিম তৈরি করে তাদের সাথে যোগাযোগ করানো হচ্ছে। কোনও অসুবিধা হলেই যেন যোগাযোগ করে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। এছাড়াও হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছে তাদের সকলকেই মেডিক্যাল কিট দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জিবির ডেপুটি এম এস ডা. শংকর চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## জনপ্রতিনিধির

আলীকে ১০ হাজার টাকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রধান হাজিরা বেগম ও তার স্বামী মানিক উদ্দিনের নামে টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দিয়েছে কংগ্রেস দলের সঙ্গে আঁতাত কারী বিজেপি দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য ও কংগ্রেস দল।বেনিফিসারীদের টাকার প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রধানের স্বামী মানিক উদ্দিনের নামে আই এ ওয়াই ঘর পাওয়ার সুবিধার ক্ষেত্রে বেনিফিসারীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়েছে।

যা বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়েছে। আর ভাইরাল হয়ে পড়াতে স্থানীয় শাসকদলীয় নেতৃত্বরা সরজমিনে আইএওয়াই ঘর প্রাপক বেনিফিসারীদের সাথে কথা বলেন।কথা বলে জানতে পারেন যে, উপপ্রধান মিন্টু নাথ ও মেম্বার আস্কর আলী কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগ সূত্র করে বেনিফিসারীদের টাকার প্রলোভন ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে প্রধানের স্বামী মানিক উদ্দিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের নোংরা মিথ্যা বদনাম করছেন। শাসকদলীয় উপপ্রধান মিন্টু নাথ ও মেম্বার আস্কর আলী প্রধান ও উপপ্রধানের চেয়ারের লোভে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতি ভেঙে কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত গঠন করতে চাইছে বলেও শাসকদলীয় নেতৃত্বদের অভিযোগ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অভিযোগকারী আইএওয়াই বেনিফিসারি সালমা বেগম ও আনজির আলী অকপটে স্বীকার করেছেন যে, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা এবং বিজেপি দলের উপ প্রধান ও এক মেম্বার তাদেরকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে প্রধান ও তার স্বামীর নামে মিথ্যে অভিযোগ করতে বলেছিলেন।তাই উনারা তাদের কথায় প্রধান ও তার স্বামীর নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন।

অপরদিকে সমস্ত ঘটনা নিয়ে উপপ্রধান মিন্টু নাথকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সংবাদমাধ্যমে সামনে বলেন, পুরো ঘটনাটি দলীয় কার্যকর্তাদের কাছে জানিয়েছেন।দল যে সিদ্ধান্ত নেবে তা উনি মাথা পেতে নেবেন।

এখন সংবাদের শিরোনাম দখলকারী ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদা ছোড়াছুড়ি রাজনীতি দমন করে কি ভূমিকা গ্রহণ করে শাসক দল?নাকি সেই সুযোগে পঞ্চায়েত দখল করে নেয় কংগ্রেস দল সেটাই এখন দেখার বিষয়।

## পাচার হংকংয়ে

**পাচের পাতার পর**

নার্কোটিক কন্টোল ব্যুরো। এরপরেই মাদক কারবারীদের খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার দমদম ও দুর্গানগর এলাকা থেকে এই মাদক চক্রের মূল পান্ডা রাজন মিশ্র ও মাদক কারবারী অসীম রায় গ্রেফতার হয়। ধৃতদের জেরা করা আরও এক মাদক কারবারীর সন্ধান মেলে। মানিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস নামে ওই কারবারীকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয় ওই ধৃতদের। জেরার মুখে তাঁরা জানায়, মাঝেমধ্যেই এমন মাদক বোঝাই পার্সেল তারা হংকংয়ে পাঠায়। এদিকে পড়ে গ্রেফতার হওয়া বিশ্বনাথ দাস জানান, তাঁর ওষুধের ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতেই তিনি এই কারবার শুরু করেন। এদিকে চক্রের মূল পান্ডা রাজন মিশ্রর বাড়ি থেকে আরও ১০০ গ্রাম চরস ও ২০টি কোডিন সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়াও বিশ্বনাথের বাড়ি থেকে উইনকিরেক্স নামে ৯৫টি কোডিন কাশির সিরাপের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তবে পুলিশকে অবাক করেছে মাদক পাচারের এই অভিনব পন্থায়। উইন্ড চিমের মতো দেখতে ঘর সাজানোর শৌখিন রং বেরঙের পুতুলের মধ্যে করেই মাদক পাচার করছিল মাদক কারবারীরা।

## বিশেষজ্ঞ টিম

খবর নেবেন তারা। একই সঙ্গে জেলা গুলিতেও যাবেন। যে সমস্ত এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার বেশী সেই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাদের। চিকিৎসার সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখতে শনিবার এম জি এম সি যাওয়ার কথা রয়েছে বিশেষজ্ঞ দলের। এরপর পরামর্শ দেবেন।

## করোনার থাবা

ব্যাংকের গ্রাহকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকেই জরুরী প্রয়োজনে ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা পয়সা তুলতে পারছেন না।ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্যাংকের শাখা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে গ্রাহকদের অভিযোগ।ব্যাংকের শাখা টি সেনিটাইজেশন করে ফেলবে শাখার কাজকর্ম শুরু করার জন্য গ্রাহক দের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

## সুপ্রিম কোর্টের

ভাষায় রাজ্যগুলিকে করোনা সম্পর্কিত কেন্দ্রের সমস্ত গাইডলাইন মেনে চলার কথা বলে। প্রসঙ্গত বহু ক্ষেত্রেই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। কোথাও অ্যাম্বুলেন্স পেতে অসুবিধা, কোথাওবা অ্যাম্বুলেন্সের আকাশছোঁয়া ভাড়া, এই নিয়ে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছিল রোগীর পরিবারকে। এবার সেই নিয়েই রাজ্যগুলিকে কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

এর আগে অবশ্য করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা নিয়েও কড়া নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সব রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, নমুনা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টাকা নেওয়া হচ্ছে। এতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই সমস্যা মেটাতে নির্দেশ দেওয়া হয়, সব রাজ্য যেন নমুনা পরীক্ষার একটা সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করে দেয়, তার বেশি টাকা কোনও মতেই হাসপাতালগুলি নিতে পারবে না। সেই রায়ের পরে এবার অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া নিয়েও রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরে আশা করা যাচ্ছে কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হল। কারণ করোনা রোগী শুনলেই ভাড়া কয়েক গুণ বাড়িয়ে চাওয়ার অভিযোগ উঠছে অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। দেশের প্রায় সব রাজ্য থেকেই এই ধরনের অভিযোগ এসেছে। অবশ্য অনেক জায়গায় রাজ্য সরকার এই ধরনের ঘটনায় পদক্ষেপ নিয়েছে। কোথাও আবার পদক্ষেপ হয়নি। তার জেরে সমস্যায় পড়তে হয়েছে রোগীর পরিবারকে।

## স্থানীয়রা

অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু সুবিধা বাতিল করে দিয়েছিলো। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার টিআইডিসির মাধ্যমে সেই ভর্তকিগুলি জারি রাখবে। বিদ্যুতে ৫০ শতাংশ সাবসিডি সহ তার সঙ্গে অন্যান্য খাতে আরও ৩০ শতাংশ সাবসিডি দেওয়া হবে। প্রথম ৫ বছর জিএসটি ফ্রি থাকবে। তার পরের ৫ বছর ৫০ শতাংশ জিএসটি। তিনি বলেন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সমস্ত সুযোগগুলিই পাবে যারা এখানে ছোট বড় শিল্প স্থাপন করতে আসবেন। শিল্পগুলি হবে কৃষিভিত্তিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্রশিল্প, রাবার ভিত্তিক শিল্প, হস্তকারু, ছোট ছোট কুটির শিল্প। তার সাথে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে। ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সাবমের বাণিজ্যিক দুয়ার খুলে যাবে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা থেকে ১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি বেড়ে ৩০ কোটি টাকা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেরিতে হলেও ধীরে ধীরে সাবমের উন্নয়ন হচ্ছে। বিগত দিনে রাজ্যের এই প্রান্তিক মহকুমা সাবমের উন্নয়নে নজরই দেওয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ভৌগোলিক কারণেই রাজ্যের এই প্রান্তিক মহকুমার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট হবে।

এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘই কাজ শুরু হবে। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে এই সুসংহত চেকপোস্ট নির্মাণ করা হবে। চেকপোস্ট তৈরি হলে শত শত গাড়ি কন্টেইনার এখানে আসবে। বড় বড় ট্রলার দাঁড়িয়ে থাকবে। জাতীয় সড়ক ধরে উত্তর-পূর্বা'লের বিভিন্ন রাজ্যে চলে যাবে পণ্য। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে সমগ্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন ঘটবে। আর্থিকভাবে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। শুধু বিশেষ অর্থনৈতিক নয়, সুসংহত চেকপোস্ট নয় সাবমের উন্নয়নে তৈরি হবে লজিস্টিক হাব। এই হাবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। সেই সাথে ফেণী নদী থেকে জল তুলে মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাবমবাসীর পানীয় জলের অভাব দূর হতে চলেছে। সাবমের মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জল পাবেন। ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাথে চিঠিতে যোগাযোগ শুরু হয়েছে এই প্রকল্পের কাজ দ্রত শুরু করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ফেণী নদীর উপর সেতু তৈরি হলে ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। আগে শুধুমাত্র আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কই ছিলো এই রাজ্যের জীবন রেখা। এখন জলপথে, স্থলপথে, রেলপথে এবং আকাশপথে ত্রিপুরার সঙ্গে বহির্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বিকল্প জাতীয় সড়ক ও নতুন রেলপথ স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জেলা হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। মুখে মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সাবমের ভূরাতলিস্থিত একলব্য কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। করোনা রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খোঁজখবর নেন। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে বর্তমানে ৯৭ জন করোনা রোগী রয়েছেন।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শ্রী গোয়েল তার ভাষণে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উত্তর-পূর্বা'ঞ্চল এখন উন্নয়নের স্বর্ণালী ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশের দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কৌশলী নেতৃত্বে ত্রিপুরা হয়ে উঠবে বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনেক প্রাক'তিক সম্পদ রয়েছে। বিশেষত চা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, বাঁশ শিল্প, রাবার শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা হচ্ছে। ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা থেকে ১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি বেড়ে ৩০ কোটি টাকা হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অ'লের মাধ্যমে ৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় রেল এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে ত্রিপুরায় ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার কাজ করছে। আত্মনির্ভর ভারত গঠনে ত্রিপুরা এক বিশেষ ভূমিকা নেবে। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য কোনও রাজ্যের কোনও ১টি উৎপাদিত পণ্যকে দেশ ও বিদেশে তুলে ধরা। ত্রিপুরাও সে পথে হাঁটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শংকর রায়, টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি কে গোয়েল।

## পাসোয়ান

**আটের পাতার পর**

কাজে যাতে বিলম্ব না হয় তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। চিরাগ যখন আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে, তাঁর কথায় হাসপাতালে যাই এবং চিকিৎসা করাচ্ছি। চিরাগ আমার পাশে আছে আর যথাসম্ভব সেবা করছে। আমার খেয়াল রাখার পাশাপাশি ও দলেও নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে।""

লোক জনশক্তি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পাসোয়ান আরও জানিয়েছেন, দলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন চিরাগের কাঁধেই। পাসোয়ান টুইটারে লেখেন, আমার বিশ্বাস, তারুণ্যের চিন্তা ভাবনা দিয়ে চিরাগ দলকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে। চিরাগের সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সহমত। আশা রাখি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে খুব শিগগিরই কাছের মানুষদের কাছে ফিরে আসতে পারব।

# মেসি নয়, সর্বকালের সেরা মারাদোনা: কানাভারো

রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে অনেকে ইতিহাসের সেরা হিসেবেও দেখেন। বার্সেলোনা তারকার জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ ফাবিও কানাভারোও; তবে সবসময়ের সেরার প্রশ্নে দিয়েগো মারাদোনাকে বেছে নিলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুই আর্জেন্টাইনের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন কানাভারো। বর্তমানে চায়নিজ ক্লাব গুয়াংজু এভারগ্রান্দের কোচের দৃষ্টিতে মেসি হলেন সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার, আর ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মারাদোনা সর্বকালের সেরা।

"আমি মেসিকে অনেক শ্রদ্ধা করি। নতুন প্রজন্মের জন্য সে অন্যতম সেরা, কিন্তু মারাদোনার কথা আলাদা কারণ তখনকার ফুটবল ছিল অন্য ধরনের। প্রতিপক্ষ তাকে প্রচুর লাথি মারত, কিন্তু সে সবসময় নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখত।"

"মেসি শীর্ষেই আছে, তবে মারাদোনা অন্য জগতের। আমি কখনই তাকে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তুলনা করি না।"

পেলের খেলা দেখেননি ৪৬ বছর বয়সী কানাভারো। তাই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তিকে বিবেচনায় আনেননি ২০০৬ বিশ্বকাপ ও ওই বছরের ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী এই সাবেক ডিফেন্ডার।

"আমি কখনও পেলের খেলা দেখিনি, তবে মারাদোনার খেলা দেখেছি। সাত বছর ধরে তার প্রতিটা ম্যাচ দেখেছি। সে অন্যতম সেরা নয়, সেই সেরা।"

বার্সেলোনার হয়ে একটি করে কোপা দেল রে, কোপা দে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জেতা মারাদোনা ক্লাব ক্যারিয়ারে সেরা সময় কাটান নাপোলিতে। ইতালিয়ান দলটির হয়ে দুটি সেরি আ ও একটি করে উয়েফা কাপ, ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জেতেন তিনি।

ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসির অর্জন অনেক। বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ৩৪টি শিরোপা জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। তবে জাতীয় দলের হয়ে এখনও জিততে পারেননি কিছু।

# স্পেনের শীর্ষ দুই লিগের ৫ ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

স্থগিত ফুটবল মৌসুম মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনায় ধাক্কা খেয়েছে স্পেন। দেশটির শীর্ষ দুই লিগের পাঁচ জন ফুটবলারের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

তাদের কারও মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়নি বলে রোববার জানায় লা লিগা। তবে বিবৃতিতে কারো নাম জানানো হয়নি। আক্রান্তদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। টানা দুইবার কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলেই কেবল তারা পুনরায় অনুশীলনে যোগ দিতে পারবেন।

মার্চ থেকে স্থগিত থাকা মৌসুম আগামী জুনে পুনরায় শুরুর লক্ষ্য লা লিগা কর্তৃপক্ষের। সে লক্ষ্যে শুক্রবার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করে বার্সেলোনাসহ বেশ কয়েকটি ক্লাব।

বিশ্বব্যাপী আঘাত হানা কোভিড-১৯ মহামারীতে বাজেভাবে আক্রান্ত দেশগুলোর একটি স্পেন। বিবিসির তথ্য মতে, রোববার পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ২৪ হাজারের বেশি, মারা গেছেন ২৬ হাজার ৬২১জন।

# গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।

অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।"আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরেও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।"গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন যৌথভাবে লিভারপুলের দুই ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ ও সাদিও মানে এবং আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তিন জনেরই গোল ছিল ২২টি করে।

এমবাপের এমন ভাবনার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানান বেন ইয়েদের, "ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে অভিনন্দন... তুমি চাইলে আমরা অদলবদল করতে পারি।"

গত মৌসুমেও ফরাসি লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন এমবাপে। সেবার তিনি করেছিলেন ৩৩ গোল।

# লঙ্কান অধিনায়কের মূল লক্ষ্য র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার অবস্থান মাঝামাঝি, কিন্তু ওয়ানডেতে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা নিচের দিকে। র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের এমন অবস্থানে মোটেও সন্তুষ্ট নন দলটির ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে। দুই সংস্করণেই নিজেদের দেখতে চান শীর্ষ চারে।

চলতি মাসের শুরুতে র‍্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্টে ৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডেতে আটে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, রেটিং পয়েন্ট ৮৫।

নিজেদের ওয়েবসাইটকে রোববার দেওয়া সাক্ষাৎকারে র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির ভাবনার কথা জানান করুনারত্নে।

"র‍্যাঙ্কিং, র‍্যাঙ্কিং ও র‍্যাঙ্কিং এটাই এখন মূল লক্ষ্য। কেবল ওয়ানডেতে নয়, টেস্ট ক্রিকেটেও শ্রীলঙ্কার শীর্ষ চারে থাকা জরুরি।"

"পরোক্ষভাবে এটা দ্বারা সেমি-ফাইনাল বুঝায়, সম্ভবত শিরোপা থেকে দুই ধাপ দূরে থাকা। সেক্ষেত্রে নিজেদের দিনে ভালো করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব।"

র‍্যাঙ্কিংয়ে দলের উন্নতির পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্স নিয়েও ভাবছেন করুনারত্নে। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল টেস্ট ওপেনার তিনি; ২০১৮ সাল থেকে ৪০.৯৬ গড়ে এক হাজার ৩৫২ রান করেছেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। এই সময়ে ওপেনারদের মধ্যে কেবল নিউ জিল্যান্ডের টম ল্যাথাম তার চেয়ে বেশি রান করতে পেরেছেন।

লাল বলের ক্রিকেটে আরও ভালো করার সম্ভাবনা ছিল তার। এই সময়ে ১২টি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের মাত্র দুটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে পেরেছেন তিনি। এ নিয়ে অবশ্য তার কোনো আক্ষেপ নেই।

"৬৬ টেস্ট ম্যাচে আমার নয়টি সেঞ্চুরি। অনেকের মতে, আমি ২৪ হাফ-সেঞ্চুরির কয়েকটিতে সেঞ্চুরি করতে পারতাম বা আমার উচিত ছিল, আমার সেঞ্চুরির সংখ্যা তাতে বাড়ত। তবে আমি প্রতিটি ম্যাচ থেকে শিখছি। টেস্ট ক্রিকেট সর্বোচ্চ সংস্করণ এবং এটা পার্কে হাঁটার মত নয়। আমার লক্ষ্য ২৫ সেঞ্চুরি ও পঞ্চাশোর্ধ গড়।"

# রোনালদোর চোখে ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য ছিল যাদের

খেলোয়াড়ী জীবনে তাদের প্রাপ্তি অনেক। কিন্তু একটি অপূর্ণতা রয়ে গেছে, কখনও জেতা হয়নি ব্যালন ডি'অর। এমন পাঁচ জন সাবেক খেলোয়াড়ের কথা বলেছেন রোনালদো, বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারটা যাদের প্রাপ্য ছিল বলে মনে করেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি।

রোনালদো নিজে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন দুইবার, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনবার, ১৯৯৬, ১৯৯৭ ও ২০০২ সালে। তার মতে, ইতালির বিশ্বকাপজয়ী দুই ফুটবলার আলেস্সান্দ্রো দেল পিয়েরো ও ফ্রান্সেসকো তত্তি, দেশটির কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনি, স্পেনের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড রাউল গনসালেস ও ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী রবের্তো কার্লোসের ব্যালন ডি'অর না পাওয়াটা ছিল অন্যায্য।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম লাইভে দেল পিয়েরোর সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের এমন ভাবনার কথা জানান বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রোনালদো।

# সতীর্থদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওয়ার্ন

ক্যারিয়ারে ছিল নানা বিতর্কিত ঘটনা। কিছু বিষয়কে কখনও পাত্তা দেননি শেন ওয়ার্ন। তবে একটি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি লেগ স্পিনারকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল থেকে বাদ পড়া মেনে নিতে পারেননি তিনি। সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

২০০৩ বিশ্বকাপের আগে মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন। হন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হওয়া সেই আসর শুরুর আগেই দেশে ফিরতে হয় তাকে।

যে মাদকের জন্য ওয়ার্ন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি নাকি ওজন কমানোর জন্য দিয়েছিলেন তার মা। ওয়ার্ন জানান, ধারণাই ছিল না এটার জন্য নিষিদ্ধ হবেন তিনি।

ফক্স ক্রিকেটের একটি আয়োজনে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৭০৮টি) শুনিয়েছেন নিজের সেই দুঃস্মৃতির কথা।

"আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাই দলকে জানাতেই হতো, যা ছিল খুবই কঠিন। কারণ আমি মাদকবিরোধী, আমি এসব নিতাম না, কখনও ছুঁয়েও দেখিনি।"

"বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিলতাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোয় আমার খুবই খারাপ লেগেছে কারণ, আমরা সবাই ওই বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টায় ছিলাম। দলের সামনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।

খুবই কষ্টকর ছিল।"

ওয়ার্নকে ছাড়াই সেবার অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। ঘরে তোলে নিজেদের তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা।

নিষেধাজ্ঞা থেকে ওয়ার্ন ফেরেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। পরের দুই বছরে ২৩.৪৯ গড়ে নেন ১৬৬ টেস্ট উইকেট।

# 'মেসি-রোনালদোর সিংহাসনে বসবে এমবাপে-নেইমার'

প্রায় এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করা লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এগিয়ে চলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। সময়ের দুই সেরা ফুটবলারের রেখে যাওয়া আসনে দুই পিএসজি সতীর্থ নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপেকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস আর্সেন ভেঙ্গারের।

রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী মেসি, পাঁচবার ৩৫ বছর বয়সী রোনালদো। আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ ভেঙ্গারের মতে, তাদের যুগ প্রায় শেষের দিকে।

টকস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন ৭০ বছর বয়সী ভেঙ্গার।

"মেসি ও রোনালদোর মত এমন ফুটবলার আমরা দেখিনি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দারুণ সৃজনশীল হতে পারে। তারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

"এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময় এবং তারা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ। এই মুহূর্তে, এমবাপে এগিয়ে থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমরা নেইমারের সম্পর্কে তো জানিই।"

২৮ বছর বয়সী নেইমার পিএসজির আগে দারুণ সফল সময় কাটান বার্সেলোনায়। এরপর প্যারিসে এসেও পেয়েছেন অনেক সাফল্য। পিএসজির গত তিন মৌসুমের সাফল্যে ব্রাজিলিয়ান তারকার পাশাপাশি সমান অবদান আছে ২১ বছর বয়সী এমবাপেরও।

**PRESS NOTICE INVITING TENDER No:- 08/EEIDWSIKMP/2020-21 Dl:- 09109/2020.**

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ Firms of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 7 (seven) for the following works up to 3.00 pm on 25/0812020.

| Sl. No | Name of work | Estimated Cost | Earnest money | Time of completion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIT NO. 21 /EE/DWS/KMP/2020-21 (2nd Call) | Rs. 1,98,806/- | Rs. 1,988/- | 03(three) Months |
| 2. | DNIT NO. 29 /EE/DWS/KMP/2020-21 | Rs. 1,99,518/- | Rs. 1,995/- | 60(sixty) Days |

Last date for submission of application for tender form is:- 24/09/2020 & last date of tender form issue is upto:-28/09/2020 and Tender Dropping Date is upto 3.00PM on 01/10/2020.
All details can be seen -1 the office of the undersigned. Tender form can be obtained & may also be dropped in Agartala, DWS Division-I and Rig Division Agartala.
(For & on behalf of the Governor of Tripura)
ICA/C-1594/2020-21

(Er.B. Debbarma)
Executive Engineer, DWS Division,
Kamalpur Dhalai Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

## তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে চলছে বন্য হাতির তান্ডব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর।।** বন্য হাতির উপদ্রব কোনোভাবেই থামছেনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার সমতল থেকে পাহাড়ে জনপদ গুলিতে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বন্যহাতির তান্ডব চলছে প্রতিনিয়ত। এমনই এক ঘটনা ঘটল আজ ভোর রাতে। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অন্তর্গত শ্রীরামখরা এডিসি ভিলেজের তাইঅংকুর এলাকার চেলা কাহাম পাড়ায়। বর্তমানে ওই এলাকার কৃষক পরিবারগুলির আমন ধান ঘরে তোলার সময় হয়েছে। এরই মধ্যে প্রতিদিন বন্য হাতির দল তান্ডব চালাচ্ছে এই এলাকাগুলিতে। আজ ভোর রাতেও বন্যহাতির দল তান্ডব চালিয়ে প্রায় ১০ কানির উপর আমন ধানের ক্ষেত নষ্ট করে দেয়। এতে প্রায় ৪/৫ টি পরিবার ক্ষতির শিকার হন এবং এই মরশুমে আমন ধান ঘরে তুলতে পারবে না। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে সেই পরিবার গুলোতে। এমনটাই জানান এলাকার কৃষক পরিবারগুলি। এ ব্যাপারে বনদপ্তর কে বারবার ফোন কার হলেও সঠিক সময়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা এলাকায় না পৌছায় এক প্রকার ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার জনগণ।

## ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২।শুক্রবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়।

সিকিম আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নেপাল। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে এই কম্পন হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২। এদিন ভূমিকম্পের আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় মানুষজন।

## বিশ্বে করোনা-সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার সংখ্যা

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে করোনায় দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে মোট করোনা সংক্রমণের সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে-২ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮৮। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ লক্ষ ১৩ হাজারেরও বেশি রোগী। তবে স্বস্তি এটুকুই সংক্রমণ ও মৃত্যুর পাশাপাশি করোনা জয়ের সংখ্যাটাও বাড়ছে। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে গিয়েছেন ২ কোটিরও বেশি রোগী।

বিশ্বে আক্রান্তের হিসেবে শীর্ষে আমেরিকাই। এ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে ৬৫ লক্ষ ৮৮ হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩২৮ জনের। আমেরিকার পরই এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। ভারতে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫, ৬২,৪১৫। মৃত্যু হয়েছে ৭৬, ২৭১ জনের। ভারতের পরই তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। এখানে মোট সংক্রমণের সংখ্যা ৪২ লক্ষ ৩৯ হাজার এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার।

করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা ই-রিক্সা শ্রমিক সমিতি শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেন বিনা চাঁদায় আদায় করে এই বার তাঁরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজার আয়োজন করবেন। ছবি-নিজস্ব।

## করোনা সংক্রমণ রুখতে আক্রান্তদের গুলি করে মেরে ফেলার নির্দেশ উত্তর কোরিয়ায়

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ রুখতে আক্রান্তদের গুলি করে মেরে ফেলার নির্দেশ জারি করেছে উত্তর কোরিয়ার সরকার। কিম জং উনের দেশের সরকারের এই সিদ্ধান্ত ফাঁস করেছে আমেরিকা চিন থেকে সংক্রমণ ঢুকে পড়া ঠেকাতে ইতিমধ্যেই উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে বাফার জোনও।

মার্কিন বাহিনীর কোরিয়া সংক্রান্ত কমান্ডার রবার্ট আব্রামস জানিয়েছেন, কোভিড সংক্রামিতকে বাঁচিয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিম জং উনের দেশ। ওয়াশিংটনে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অনলাইন কনফারেন্সে আব্রামস বলেন, উত্তর কোরিয়া চিন সীমান্ত থেকে দু-এক কিলোমিটার দূরে বাফার জোন তৈরি করে স্পেশ্যাল অপারেশন ফোর্স মোতায়েন করেছে। শুট টু কিল অর্ডার দেওয়া হয়েছে ওই বাহিনীকে।

ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে জানুরারি মাস থেকে চিনের সঙ্গে দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে পিয়ংইয়ংয়ের সরকার। এর ফলে চিন থেকে আমদানি কমে গিয়েছে ৮৫ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পরমাণু কর্মসূচিও। হতদরিদ্র এই দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুব খারাপ। কিছুদিন আগে আছড়ে পড়েছিল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় মায়সাক। তাতে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এখন করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে মহামারির চেহারা নিলে মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই উত্তর কোরিয়ার শাসকদের। মার্কিন সূত্রটির দাবি, সেকারণেই চিকিৎসা করার বদলে করোনা সংক্রামিতদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিয়ংইয়ং।

## ৫ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৩৬৮ জনের, সংক্রমিত ৩ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৫ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪৮ জন। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩,০০,২৬৭ এবং পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬,৩৬৮ জনের।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৭,২৩৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১৩১,৪০৪ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৬,৮২৩, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৮৩২, বালোচিস্তানে ১৩,২৮২, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩,১৩১ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৩৫৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের।

পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৩৬৮ জনের।

## অসুস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হলেন কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা ও খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। শুক্রবার রামবিলাস পাসোয়ান নিজেই জানিয়েছেন, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লোক জনশক্তি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রামবিলাস পাসোয়ান একাধিক টুইট তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। তিনি টুইটারে লেখেন, "করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে নিরন্তর নিজের সেবা প্রদান করেছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরইমধ্যে শরীর খারাপ লাগে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

## ৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,১৯৯ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৯৮,১১৬

জয়পুর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৪০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭৪০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৮,১১৬। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭৪০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আক্রান্ত ৭৪০ জনের মধ্যে আজমের-এ ৬৬ জন, আলওয়ারে ৮২ জন, বন্সওয়ারে ১১ জন, বরণে ১০ জন, ভরতপুরে ১২ জন, বিকানের-এ ৫১ জন, চিত্তরগড়ে ২৯ জন, দুঙ্গারপুরে ১৬ জন, গঙ্গানগরে ২০ জন, হনুমানগড়ে ১৮ জন, জয়পুরে ১১৫ জন, জালোরে ১৪ জন, ঝালাওয়ারে ১৪ জন, ঝুনঝুনুতে ১২ জন, যোধপুরে ৮৯ জন, কোটায় ৪৭ জন, নাগাউরে ৩২ জন, পালিতে ২১ জন, রাজসমন্দে ২৪ জন, সিকারে ২৮ জন, সিরোহিতে ১১ জন এবং উদয়পুরে ১৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে সমগ্র রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪০ জন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮,১১৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮০,৪৯০ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৬, ৪২৭ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,১৯৯ জনের।

## ওডিশায় মৃত্যু বেড়ে ৬০২ করোনা-আক্রান্ত ১,৪৩,১১৭

ভুবনেশ্বর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওডিশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৯৬ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৩,১১৭। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬০২। শুক্রবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৯৯৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪৩,১১৭। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৪,৪৫৮ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,০০১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৬০২-তে পৌঁছেছে।

## মুম্বই-নাসিকের অদূরে ভূকম্পন, ফের কাঁপল মহারাষ্ট্রের পালঘর

নাসিক, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। পৃথক পৃথক সময়ে মহারাষ্ট্রের নাসিক এবং মুম্বইয়ের অদূরে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার ভোররাত ৩.৫৭ মিনিট নাগাদ প্রথমে ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পালঘর জেলায়, মুম্বই থেকে ৯৮ কিলোমিটার উত্তরে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।

এরপর সকাল ৭.০৬ মিনিট নাগাদ ফের কেঁপে ওঠে পালঘর জেলা। অনুভূত হয় ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৭.০৬ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পালঘর জেলায়। কম্পন টের পাওয়া যায় নাসিক থেকে ১০০ কিলোমিটার পশ্চিমে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

## কুপওয়ারায় গ্রেফতার দু''জন জৈইশ জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গ্রেনেড

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য দু''জন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাতে কুপওয়ারা জেলার দ্রুগমুল্লা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় দু''জন জৈইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসীকে। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গোলাবারুদ-সহ একটি একে-৪৭ রাইফেল, দু''টি গ্রেনেড, নগদ ৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী। ধৃত জঙ্গিদের নাম-ওয়াসিম ইরশাদ গাবরু এবং মেহরাজ-উদ্দিন ওয়ানি।

শুক্রবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার দ্রুগমুল্লা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় দু''জন জৈইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসীকে। একটি গাড়িতে চেপে যাচ্ছিল সন্ত্রাসীরা। সেই সময় ওই দু''জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেনেড-সহ প্রচুর বেআইনি সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

## তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৯৪০, সক্রিয় রোগী ৩২,১৯৫ জন

হায়দরাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪২৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১৩ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১.৫২ লক্ষ এবং ৯৪০। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৭৮.০২ শতাংশ।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪২৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১৩ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,১৯ লক্ষের বেশি রোগী। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩২,১৯৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২,৮৯০টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এযাবৎ ২০.১৬ লক্ষের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

## ৪৫ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৭৬,২৭১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছেই। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪৫ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫,৬২,৪১৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,২০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৬,৫৫১ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৬,২৭১ জন এবং মোট সংক্রমিত ৪৫,৬২,৪১৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৫,৪২,৬৬৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৮০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৭৬,২৭১ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,৭০২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৯ জন, অসমে ৪১৪ জন, বিহারে ৭৮৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৮৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৪৯৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬৬৬ জনের, গোয়া ২৬৮ জন, গুজরাটে ৩,১৬৪ জনের, হরিয়ানায় ৯০৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৬৬ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৪৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫১৭ জনের, কর্ণাটকে ৬,৯৩৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৯৬ জন, লাদাখে ৩৬ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৬৬১ জন, মহারাষ্ট্রে ২৮,২৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৪৪ জন, মেঘালয়ে ২০ জন, নাগাল্যান্ডে ১০ জন, ওডিশায় ৫৯১ জনের, পুদুচেরিতে ৩৫৩ জন, পঞ্জাবে ২,১৪৯ জন, রাজস্থানে ১,১৯২ জনের, সিকিমে ৭ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,১৫৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৪০ জন, ত্রিপুরায় ১৭৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৭৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৪,২০৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,৭৭১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬৭ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৭.৬৫ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২০.৬৮ শতাংশ মানুষ।

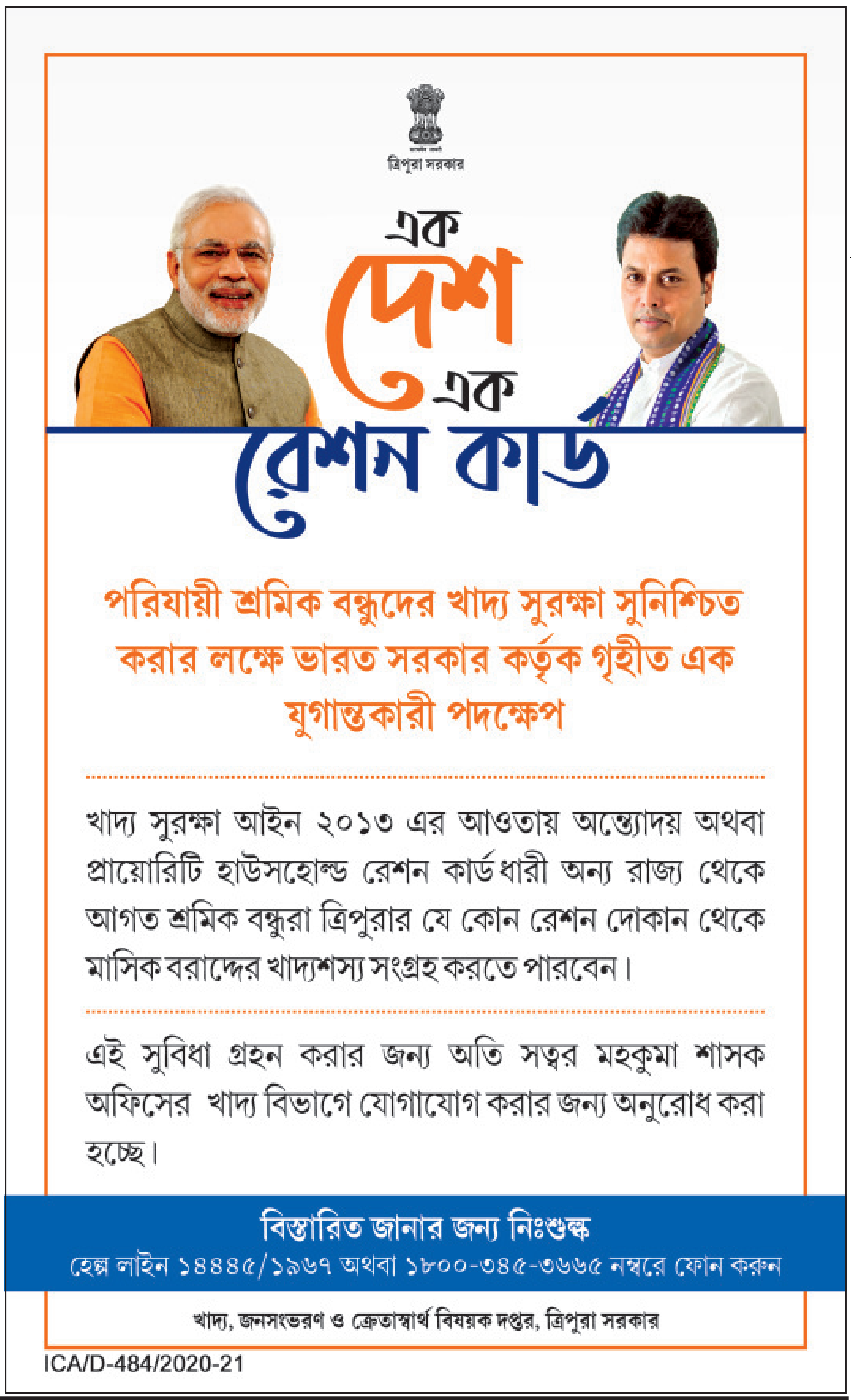


স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।